জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

রেলের ব্যর্থতা

চূড়ান্ত অব্যবস্থা, সংরক্ষিত টিকিট থাকা সত্ত্বেও ট্রেনে উঠতে পারলেন না যাত্রীরা। ছটপুজো উপলক্ষে স্পেশ্যাল ট্রেনের ঘোষণা করেও পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ রেল। ট্রেনে উঠতে না পেরে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন যাত্রীরা



শুষ্ক আবহাওয়া

আজও শুষ্ক ও শীতল আবহাওয়া। বঙ্গোপসাগরে নতুন নিম্নচাপ। দক্ষিণবঙ্গে পারদপতন হবে। পার্বত্য উত্তরে জেলাগুলিতে সকাল থেকেই রোদ ঝলমলে পরিবেশ থাকবে। আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই

সিএবিতে শাসকের প্রভাব, বঙ্গ ক্রিকেটে বিজেপির আস্ফালন

ফের আইআইটি রুরকির হস্টেলে উদ্ধার ছাত্রের দেহ



বর্ষ - ২২, সংখ্যা ১৬০ • ১৪ নভেম্বর, ২০২৬ • ২৭ কার্তিক ১৪৩৩ • শনিবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 22, Issue - 160 • JAGO BANGLA • SATURDAY • 14 NOVEMBER, 2026 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

নাম বাদের তালিকায় সাম্প্রদায়িকতা!

১৬ লক্ষের সুপারিশে ৯০ শতাংশই মুসলিম

প্রতিবেদন : ট্রাইবুনালে যোগ্য বিবেচিত হওয়ার পরও নির্বাচন কমিশন উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে পশ্চিমবঙ্গের একটা বিপুল সংখ্যক ভোটারকে তালিকা থেকে বাদ দিতে চাইছে। সম্প্রতি কমিশনের বিরুদ্ধে ওঠা সেই অভিযোগ নিয়ে তোলপাড় সারা দেশ। এরই মধ্যে ফের সামনে এসেছে আরও একটি চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট। দেখা যাচ্ছে কমিশন যে ১৬ লক্ষ যোগ্য ভোটারের নাম বাদ দিতে নতুন করে সুপারিশ করেছে, তাদের মধ্যে ৯০ শতাংশই মুসলিম ভোটার! ফলে জ্ঞানেশ কুমারের নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশ্য আসলে কী, তা জলের মতো স্পষ্ট। কোনও এক বিশেষ দলকে সুবিধে পাইয়ে দেওয়াই তাঁর লক্ষ্য থেকেছে এক্ষেত্রেও।

বাংলায় এসআইআরের এই ছবি কেবল রাজ্যের



সিভিক রিসার্চ গ্রুপের চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট

মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ সীমান্ত এলাকাতেই নয়, বরং সীমান্ত থেকে অনেক দূরে অবস্থিত হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলোতেও দেখা যাচ্ছে। 'সিভিক রিসার্চ গ্রুপ'-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, 'বিশেষ নিবিড় সংশোধন' প্রক্রিয়ার সময় বিচারকদের দ্বারা যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিলেন ৩০ লক্ষাধিক ভোটার। তাঁদের মধ্যে মোট ১৬,০৮,১৭৫ জন যোগ্য ভোটারের নাম পুনরায় বাদ দেওয়ার জন্য আপিল করে কমিশন। বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে, এই ভোটারদের মধ্যে অন্তত ১৪,৩৯,৭৯৭ জন অর্থাৎ (এরপর ৬ পাতায়)

৫১ আসনে কারচুপি বলছে কমিশনের নথি

প্রতিবেদন : প্রতিনিয়ত গণতন্ত্র হরণ করে চলেছে বিজেপির সরকার। এমনকী নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে মানুষের ভোটাধিকার পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছে। এখন সেই কারচুপি ধরা পড়ে গিয়েছে। মানুষের সামনে তা আজ জলের মতো পরিষ্কার। কমিশনের নথি স্পষ্ট করে দিয়েছে, ৫১টি আসনে ভোট চুরি করে জিতেছে বিজেপি।

২০২৪ সালের লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা এবং জম্মু ও কাশ্মীরের ৫১টি আসনে ভোটদানের হিসাব এবং ইভিএমে গণনার সংখ্যার মধ্যে ব্যাপক অসঙ্গতির প্রমাণ মিলেছে। তা নিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে উত্তাপ ছড়িয়েছে নতুন করে। নির্বাচন

২০২৪-এ বিজেপির ভোট চুরি

কমিশনের অভ্যন্তরীণ নথি বিশ্লেষণ করে এমন একাধিক অসঙ্গতির তথ্য সামনে এনেছে সংবাদমাধ্যম 'দ্য রিপোর্টার্স কালেকটিভ'। সেই রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসতেই সরাসরি 'ভোট চুরি'র অভিযোগ তুলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করেছে কংগ্রেস, তৃণমূল-সহ ইন্ডিয়া জোটের দলগুলি। এই বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে মহারাষ্ট্রের মুম্বই নর্থ লোকসভা কেন্দ্র। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে এই কেন্দ্রে মোট ১৮ লক্ষ ১১ হাজার ভোট পড়েছিল বলে নথিতে উল্লেখ রয়েছে। অথচ ইভিএমে গণনার সংখ্যা মাত্র ১০ লক্ষ ৩৩ হাজার! (এরপর ৬ পাতায়)

পুলিশই নিরাপদ নয় বাংলায়

নাম ধরে ডাকতেই গুলি চালিয়ে চম্পট

প্রতিবেদন: ছ'মাসের বিজেপির রাজত্বে বাংলায় পুলিশ-প্রশাসন কার্যত মুখ থুবড়ে পড়েছে। পুলিশ হেফাজতে রাতের অন্ধকারে খুন। বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন। পুলিশি প্ররোচনায় বিজেপির নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের বাড়িতে হামলা, আগুন এমনকী প্রাণহানির ঘটনাও একের পর এক ঘটেছে। এবার উলটপুরাণ। পুলিশকে মোটেই সমীহ করছে না অপরাধীরা। শান্তিনিকেতনে শুক্রবার সন্ধ্যায় এক ব্যক্তিকে ধরতে গেলে গুলিতে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যায় পুলিশের হাটু। প্রশ্ন উঠেছে পুলিশি যেখানে নিরাপদ নয় সেখানে সাধারণ মানুষের অবস্থা কী হতে পারে।

এফোঁড়-ওফোঁড় হাঁটু



শুক্রবার সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতনের লাইক বাজারে রতন শেখ নামে এক অপরাধীকে গ্রেফতার করতে যায় বোলপুর থানার পুলিশ। দুটি বাইকে তাঁরা গিয়েছিলেন। লাইক বাজারে এসে রতনকে দেখতে পেয়ে যান পুলিশ কর্মীরা। তার নাম ধরে ডাকতেই রতন ঘুরে গিয়ে গুলি চালায়। গুলি লাগে কনস্টেবল বিশ্বজিৎ দাসের পায়ে। তিনি পড়ে যান। হাঁটুর একদিক দিয়ে গুলি ঢুকে অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। অন্যদিকে অপরাধীও চম্পট দেয়। পুলিশের ব্যবস্থা এতটাই করুণ যে বিশ্বজিৎকে বোলপুর হাসপাতালে নিয়ে যেতে বেশ কিছুক্ষণ সময় চলে যায়। কিন্তু (এরপর ৬ পাতায়)

মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে শামিমকে চাপ

প্রতিবেদন : দিনকয়েক আগেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি সমর্থন জানিয়ে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে হলফনামা জমা দিয়েছিলেন মগরাহাট পশ্চিমের তৃণমূল বিধায়ক শামিম আহমেদ। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার-সহ কমিশনের একাধিক আধিকারিক এবং রাজ্য পুলিশের ডিজিকেও ইমেল করে শামিম জানিয়েছেন, তাঁর নামে বালিশ শিবির কোনও হলফনামা জমা দিয়ে থাকলে তা যেন উপেক্ষা করা হয়। পুলিশি চাপ এবং মিথ্যা ফৌজদারি মামলায় গ্রেফতারের হুমকি দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান



টাকা উদ্ধারের ভুয়ো চিত্রনাট্যের প্রতিবাদে সিবিআই তদন্ত চেয়ে হাইকোর্টে বিধায়ক

নিতে বাধ্য করার চেষ্টা হয়েছিল বলেও অভিযোগ করেছেন শামিম।

দলীয় কার্যালয় থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধারের ঘটনায় এবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন শামিম। তাঁর অভিযোগ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর ধৃত আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে বয়ান না দেওয়ায় পরিকল্পিতভাবে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে!

শামিম পুরো বিষয়টি নিয়ে প্রশাসন ও (এরপর ৬ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।



জোছনা

আমি রাত্রির জোছনা
আঁধার ঘোচানোর সাধনা
আমার দুচোখে তারা
নইকো মোরা দিশাহারা।।

তুমি রাত্রির ছলনা
দুঃখ সহ্য কোরো না
তুমি অভাব জানো না
আমোদ-প্রমোদের ঘরানা।।

আমি মানুষের সকাল
মধ্যাহ্নে আমি বিকাল
সন্ধ্যার আভায় লাল
রাত্রিতে সবার হাল।।

থাকি চন্দ্রের কাছাকাছি
তারার ছটা ভালোবাসি
মেঘের ফাঁকে শুধু ভাসি
সর্বত্র মানুষের কাছাকাছি।।

মাটিতে আমি প্রজাপতি
সন্ধেতে হই আগরবাতি
দুঃখে আলোর ঝাড়বাতি
প্রয়োজনে থাকি সারারাতি।

এটাই আমার চলার বিস্ময়
তুমি সুয়োরানির প্রত্যয়
আমি দুয়োরানির আশ্রয়
তাই আঁধারে-আলোর বরাভয়।।

এবার পোর্ট ট্রাস্টের হাসপাতালও বেচে দিচ্ছে কেন্দ্র

প্রতিবেদন : একের পর এক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নীকরণের পথে হেঁটে চলেছে নরেন্দ্র মোদির সরকার। ভারত পেট্রোলিয়াম (বিপিসিএল), কনটেনার কর্পোরেশন (কনকর), শিপিং কর্পোরেশন, নিপকো ও টিহরি জলবিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম (টিএইচডিসিএল)-এর মতো রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা থেকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক থেকে ব্যাঙ্ক বেসরকারীকরণের পথে হেঁটেছে মোদি সরকার। পোর্ট, ক্রুজ টার্মিনাল, টেলিকম, তেল ও গ্যাস পাইপলাইন, ট্রান্সমিশন টাওয়ার, রেলওয়ে স্টেশন, বিমানবন্দর, স্পোর্টস স্টেডিয়ামের মতো

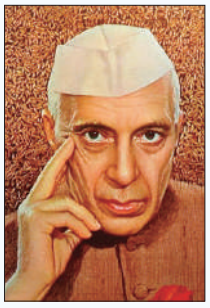


ক্ষেত্রও বাদ যাচ্ছে না। সম্প্রতি 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া' বা আইডিবিআই-এর শেয়ার বিক্রির সিদ্ধান্তে সিলমোহর দেওয়ার পাশাপাশি আরও চার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক বেসরকারীকরণের পথে বলে জল্পনা।

এবার সরাসরি শ্রমজীবী মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবাতেও কোপ বসাল কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার। সমস্ত শ্রমিক সংগঠনের তীব্র প্রতিবাদ এবং আন্দোলনকে স্রেফ বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, প্রায় রাতের অন্ধকারে (এরপর ৬ পাতায়)

তারিখ অভিধান

১৮৮৯
জওহরলাল নেহরু
(১৮৮৯-১৯৬৪) এদিন এলাহাবাদে (অধুনা প্রয়াগরাজ) জন্মগ্রহণ করেন। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে বসার পর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে জওহরলাল নেহরুর সমালোচনা করে এসেছেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও সংঘ পরিবার। কিন্তু বাস্তব হল সম্প্রীতি, সাম্য এবং আধুনিকতার ভিতের উপরে এই দেশ গড়ার চেষ্টা করেছিলেন নেহরু। তাঁর বক্তব্য ছিল, নদীবাঁধগুলিই হল আধুনিক ভারতের মন্দির। তাৎপর্যপূর্ণভাবে তার অনেক বছর পরে বিজেপি নেতা ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী ২০০১ সালে বেঙ্গালুরুতে একটি আইটি পার্ক উদ্বোধনে গিয়ে নেহরুর সুরেই বলেছিলেন, এ সবই হল নতুন ভারতের মন্দির। নেহরুর রাজনৈতিক চরিত্রের যে ধর্মটির কথা বহুচর্চিত, তার নাম গণতান্ত্রিকতা। ভিন্নমতের প্রতি



সহিষ্ণুতা এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি সক্রিয় দায়বদ্ধতা সেই গণতান্ত্রিকতার শর্ত। নেহরু অনেক দূর অবধি সেই শর্ত রক্ষা করে চলেছিলেন। স্বাধীন ভারত আপন জীবনের প্রথম পর্বে কতটা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে তার গণতন্ত্রের সার্থক অনুশীলন করেছিল— বহু ঘাটতি এবং বিকৃতি সত্ত্বেও যে সার্থকতা পৃথিবীর ইতিহাসে সত্যই ছিল অনন্য— এবং সেই সার্থকতার পিছনে তার প্রথম প্রধানমন্ত্রীর সকলকে নিয়ে চলার স্বাভাবিক আগ্রহ কত বড় ভূমিকা পালন করেছিল, আজ, ছয়-সাত দশকের দূরত্ব থেকে সে-সবের মর্ম হয়তো কিছুটা অনুধাবন করা যায়।



১৯২০
রাজা সুবোধচন্দ্র বসুমল্লিক
(১৮৭৯-১৯২০) এদিন প্রয়াত হন। সুবোধচন্দ্র কোনও রাজপরিবারে জন্মাননি, রাজা উপাধিও পাননি। ১৯০৫ সালের ৯ নভেম্বর যখন বাংলায় 'ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি' তৈরি নিয়ে কথা হচ্ছিল, তখন তিনি এক লক্ষ টাকা দান করেছিলেন ভিত্তিপ্রস্তরের জন্য। সেদিন থেকেই লোকমুখে তিনি পরিচিত 'রাজা' সুবোধ মল্লিক নামে। তিনি বাংলার গুপ্ত বিপ্লবী দলের নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পিতার নাম প্রবোধচন্দ্র বসুমল্লিক। মাতার নাম কুমুদিনী বসুমল্লিক। বিলেত ফেরত সুবোধচন্দ্র স্বদেশি আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন। কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়্যারে তাঁর বাড়ি থেকেই স্বদেশি আন্দোলনের কার্যকলাপ চলত।

১৮৮৯
নেলি ব্লাই
(১৮৬৪-১৯২২) এদিন বিশ্ব পরিক্রমা শুরু করেন। পেশায় মার্কিন সাংবাদিক। জুলে ভার্নের লেখা কাহিনির 'অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন এইট্টি ডেইজ'-এর নায়ক, একটি কাল্পনিক চরিত্র, ফিলিয়াস ফগের অনুকরণে তাঁর এই বিশ্ব পরিক্রমার পরিকল্পনা। বাস্তবে তাঁর গোটা দুনিয়া ঘুরতে সময় লেগেছিল প্রায় ৭২ দিন।



১৯৬৯
অ্যাপোলো ১২ এদিন চাঁদের উদ্দেশে পাড়ি দেয়।
এতে ছিলেন তিনজন নভশ্চর, চার্লস কনার্ড, রিচার্ড গর্ডন ও অ্যালান বিন। পাঁচদিন পর এটি চাঁদের মাটিতে নামে। এটি ছিল মানুষ নিয়ে মহাকাশযানের চাঁদে অবতরণের দ্বিতীয় ঘটনা।

১৯২২
বুত্রোস ঘালি
(১৯২২-২০১৬) এদিন মিশরের কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিবের দায়িত্বও সামলে ছিলেন। তিনিই প্রথম আরব ও আফ্রিকান যিনি এই পদের দায়িত্ব পালন করেছেন।



১৯২২
বিবিসির বেতার সম্প্রচার শুরু।
লন্ডনের ব্রিটিশ ব্রড কাস্টিং কোম্পানি হল প্রথম সংস্থা যারা ২এলও এই সাংকেতিক নাম ব্যবহার করে প্রথম দৈনিক বেতার সম্প্রচার শুরু করে। এই বেতারব্যবস্থা গণমাধ্যম হিসেবে দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

কর্মসূচি

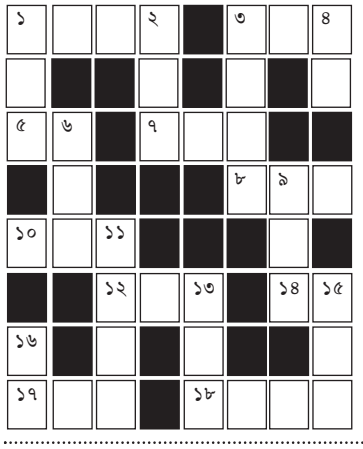


জলঙ্গি ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলের মহিলাকর্মীদের নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠক বিধায়ক বাবর আলির।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৮৮০



পাশাপাশি : ১. আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ জাতির বৈশিষ্ট্যসূচক ৩. সাংকেতিক ৫. কাব্যে লাভ করা ৭. জোঁক ৮. বৈদিক যুগে একধরনের পুজোর বেদি ১০. উদ্যান, বীথি ১২. জীবনে পরম — কোরো না হেলা ১৪. পুঁজি ১৭. সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি ১৮. গুলি বারুদ ইত্যাদি রাখার পাত্র।
উপর-নিচ : ১. প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত কবিবিশেষ ২. দহ, খাল ৩. বৈষ্ণবদের ধর্মগুরুর নামের আগের উপাধিবিশেষ ৪. ইতস্তত ছড়ানো, বিক্ষিপ্ত ৬. ভ্রাতাকে আদরের সম্বোধন ৯. দিগন্ত, চক্রবাল ১১. মৃত্যুবন্ধন ১৩. না হয়, নতুবা ১৫. মত্ততা ১৬. পুরো মাপের।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৮৭৯ : পাশাপাশি : ১. পুরাণবাগীশ ৬. চিনি ৮. পলক ৯. রঙ্গরস ১০. নির্বর্তক ১২. বিভাগ ১৩. তলা ১৫. সত্ত্বসন্ধুক্ষিত।
উপর-নিচ : ২. রাজক ৩. বালেশ্বর ৪. শচি ৫. তপস্যানিরত ৭. নিশিসমাগম ১১. কলতান ১২. বিকুক্ষি ১৪. লাস।

১৩ নভেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৬৭০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৭৪০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩০৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৭৯৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৭৯৫৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯৪.৫২	৯৫.৩৫
ইউরো	১০৪.৮৬	১০৫.৯৪
পাউন্ড	১২৫.৩৬	১২৬.৬৩

নজরকাড়া ইনস্টা



দিশা পাটনি



ভাগ্যশ্রী

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০১০০ থেকে প্রকাশিত ও এল এস পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানেল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা ৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা-৭০০০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700100 and Printed at L.S. Publications Private Limited, 4, Canal West Road, Kolkata 700015
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No.15 dt. 19/7/21
City Office : 234/3A, A.J.C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

14 November, 2026 • Saturday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১৪ নভেম্বর ২০২৬
শনিবার

আদি-নব্য বিজেপির ঝামেলা। কালীপুজোর মণ্ডপের সামনেই কার দখলে যাবে পুজো, তা নিয়ে হাতাহাতি। পানিহাটির সুখচরের ঘটনার ভিডিও ভাইরাল

আগামী পাঁচ রবিবার ব্লু লাইনে বন্ধ মেট্রো পরিষেবা, ফের যাত্রী ভোগান্তি

প্রতিবেদন : ফের মেট্রো পরিষেবা বন্ধ। ফের যাত্রী ভোগান্তি! শহরের লাইফলাইন কলকাতা মেট্রো। নভেম্বরের শেষেই শীত আসার পালা। মনোরম আবহাওয়া থাকায় এই সময়ে জেলা, দেশ, বিদেশ থেকে পর্যটকরা আসেন কলকাতা ভ্রমণে। ঘোরার জন্য রবিবার ছুটির দিনটাই বেছে নেন তাঁরা। প্রায় একমাস ধরে রবিবার করে দিনভর মেট্রো ভাঙা পথে চললে পর্যটকরা কী করে যাতায়াত করবেন? উঠছে প্রশ্ন। ভোগান্তিতে পড়বেন অন্যান্য যাত্রীরাও।

শুক্রবার মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আগামী ১৫ নভেম্বর থেকে ৬ ডিসেম্বর প্রতি রবিবার শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে মহানায়ক উত্তম কুমার অর্থাৎ টালিগঞ্জ পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা বন্ধ থাকবে। রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতির কাজের জন্য



এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল। সন্ধে ৬টার পর্যন্ত বন্ধ রাখা হবে। টালিগঞ্জ থেকে দক্ষিণেশ্বরের মধ্যে পরিষেবা স্বাভাবিক থাকবে। মোট পাঁচটি রবিবার প্রভাবিত হবে মেট্রো পরিষেবা। তবে ইয়েলো ও গ্রিন লাইনে পরিষেবা স্বাভাবিক থাকবে। কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ১৫, ২২, ২৯ নভেম্বর এবং ৬ ডিসেম্বর মহানায়ক উত্তমকুমার থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম স্টেশনের মধ্যে মেট্রো চলাচল বন্ধ থাকবে।

অন্যদিকে, ১৩ ডিসেম্বর বন্ধ থাকবে ময়দান থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা। এই চারদিন দক্ষিণেশ্বর থেকে মহানায়ক উত্তমকুমার এবং মহানায়ক উত্তমকুমার থেকে দক্ষিণেশ্বর— উভয় দিকেই প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল ৯টায়। শেষ মেট্রো চলবে দক্ষিণেশ্বর ও শহিদ ক্ষুদিরাম স্টেশন থেকে নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী।

রবিবার হওয়ায় পার্পল লাইন ও অরেঞ্জ লাইনে কোনও মেট্রো পরিষেবা থাকবে না। তাই নভেম্বর ও ডিসেম্বরের এই পাঁচটি রবিবার যাতায়াতের আগে যাত্রীদের মেট্রোর সময়সূচি ও পরিষেবা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি দেখে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ খোদ বিজেপি জেলা সভাপতির

সংবাদদাতা, হাওড়া : অবৈধ নেশার কারবার বন্ধে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুললেন বিজেপির হাওড়া জেলা(গ্রামীণ) সভাপতি। অপারেশন থানার ডাক দিল বিজেপি। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি দাবি করেছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবৈধ সমস্ত নেশা বন্ধের নির্দেশ দিলেও বিভিন্ন থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকরা এখনও সেগুলোকে মেনে চলছে না। পুলিশমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে। তাঁর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন খোদ দলেরই নেতা।



বিজেপির হাওড়া জেলা (গ্রামীণ) সভাপতির সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট।

বিজেপি নেতার পুলিশের বিরুদ্ধে করা এই পোস্টকে ঘিরে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে। বিজেপির জেলা সভাপতি দেবাশিস সামন্তের অভিযোগ, বিভিন্ন এলাকায় গাঁজা, চোলাই মদ এবং অন্যান্য নেশার দ্রব্যের অবৈধ কারবার চলছে রমরমিয়ে। জায়গায় জায়গায় ঠেক বসে যাচ্ছে। হেলদোল নেই কারও।

তাঁর আরও দাবি, এই কারবারে জড়িতদের তালিকা পুলিশ আধিকারিকদের হাতে তুলে দেওয়া হলেও প্রত্যাশিত পদক্ষেপ করা হচ্ছে না। যে দফতরের দায়িত্বভার খোদ মুখ্যমন্ত্রীর সেই দপ্তরের বিরুদ্ধের এইরকম হুঁশিয়ারিমূলক পোস্টকে ঘিরে তুমুল শোরগোল পড়ে গেছে। বিজেপির হাওড়া জেলা সভাপতির এমন পোস্ট ঘিরে অস্বস্তিতে পড়েছে দল। দলের কর্মীরাই নেতা, মন্ত্রী, পুলিশ প্রশাসনের কাজে ক্ষুব্ধ। সেইসঙ্গে দলীয় কোন্দল তা লেগেই রয়েছে।

বরানগরে তরুণী-খুনে ৪৮ ঘণ্টা পর গ্রেফতার যুবক

প্রতিবেদন : অবশেষে চাপের মুখে পড়ে বরানগরে তরুণী-খুনে অভিযুক্ত এক যুবককে গ্রেফতার করল পুলিশ। খুনের ৪৮ ঘণ্টা পর ধরম বীর নামে ওই যুবককে গ্রেফতার করা হয়। পূর্ব দিল্লির আনন্দবিহারে পালিয়েছিল অভিযুক্ত। স্টেশন থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। নারী-নিরাপত্তা নিয়ে বড় বড় কথা বলা বিজেপি সরকার ও তার প্রশাসনের গাফিলতি প্রকাশ্যে এসে গেল। এক তো নিজের ঘরেই নিরাপদ নন মেয়েরা। তারপর খুন করে যুবক পালিয়েও গেল! নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করল পুলিশ। বিরোধী ও পরিবারের চাপে তদন্তে খানিকটা গতি আনে পুলিশ। গত মঙ্গলবার বরানগরের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের শীতলা মাতা লেনের একটি ফ্ল্যাটে ২৬ বছরের অঞ্জলি সাউয়ের দেহ উদ্ধার হয়। দেহে একাধিক আঘাতের চিহ্ন মেলে। ফাঁকা ফ্ল্যাটের মধ্যে থেকে তরুণীর দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনায় ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ ওঠে। স্থানীয় বিজেপি নেতারা এই ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। গুরুত্বহীন বলে এড়িয়ে যেতে চায়। পুলিশও ঘটনার মোড় ঘোরাতে চাইছিল। তবে তা ধোপে টিকল না। পরিবার জানায়, তরুণীর ফোন অ্যাক্টিভ রয়েছে। তার থেকে মেসেজও পাঠানো হচ্ছিল। পুলিশকে চাপ দিতে ফোনের লোকেশন খুঁজতে শুরু করে পুলিশ। খুনের পর থেকে অঞ্জলির ফোন, ব্যাগ এবং সোনার গয়না খোয়া গিয়েছিল বলে অভিযোগ।

বন্ধ ফ্ল্যাটে বাবা ও ছেলের দেহ উদ্ধার

প্রতিবেদন: দমদমের শেঠবাগান এলাকায় একটি বহুতল আবাসনের বন্ধ ফ্ল্যাট থেকে বাবা ও ছেলের জোড়া মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শুক্রবার দুপুরে নাগেরবাজার থানার পুলিশ ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে দু'জনের দেহ উদ্ধার করে। মৃতদের নাম তপনকুমার চট্টোপাধ্যায় (৭২) এবং তাঁর পালিত পুত্র এমডি হোসেন ওরফে সূর্য (২২)। শেঠবাগানের ওই আবাসনের তিনতলার ফ্ল্যাটে দত্তক ছেলে সূর্যকে নিয়ে থাকতেন অবসরপ্রাপ্ত বেসরকারি ব্যাঙ্ককর্মী তপনবাবু। প্রতিবেশীদের দাবি, বাবা ও ছেলে আবাসনের অন্য বাসিন্দাদের সঙ্গে খুব একটা মেলামেশা করতেন না। শুক্রবার সকাল থেকে দীর্ঘক্ষণ ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ থাকায় এবং দরজার বাইরে খবরের কাগজ ও দুধ পড়ে থাকতে দেখে প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের সন্দেহ হয়। নাগেরবাজার থানার পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে। ফ্ল্যাটে ঢোকামাত্রই তীব্র গ্যাসের গন্ধ পাওয়া যায় এবং রান্নাঘরের গ্যাসের বার্নারের নব খোলা অবস্থায় ছিল। পুলিশ জানায়, বৃদ্ধের কানের পিছনের অংশে ক্ষতচিহ্ন পাওয়া গেছে। এটি নিছক দুর্ঘটনা, আত্মহত্যা, নাকি এর নেপথ্যে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

স্কুলপড়ুয়াকে পিষে দিল লরি বিক্ষোভে অগ্নিগর্ভ মাঝেরহাট



প্রতিবেদন : টিউশন সেরে সাইকেলে চেপে বাড়ি ফেরার পথে সিমেন্ট-বোঝাই এক বেপরোয়া ১২ চাকার লরির চাকার তলায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্রের। শুক্রবার দুপুরে তারাতলা থানা এলাকার মাঝেরহাট স্টেশন সংলগ্ন হেলেন কেলার রোড চত্বরে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ১২ বছর বয়সি ওই নাবালকের নাম আনমোল ঝা। স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন দুপুরে সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরছিল। সেই সময় পিছন দিক থেকে আসা একটি সিমেন্ট-বোঝাই ১২ চাকার লরি তাকে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কার জেরে সে রাস্তায় ছিটকে পড়লে লরিটি তাকে পিষে দেয় এবং ঘটনাস্থলেই ওই ছাত্রের মৃত্যু হয়। এই দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই মুহূর্তের মধ্যে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় গোটা মাঝেরহাট এলাকা। ব্যস্ত দুপুরের রাস্তায় ভারী পণ্যবাহী লরি কীভাবে চলাচল করছে, সেই প্রশ্ন তুলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। উত্তেজিত জনতা ঘাতক লরিটিতে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় এবং রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। এর ফলে ওই এলাকায় দীর্ঘক্ষণ যান চলাচল ব্যাহত হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তারাতলা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশের আশ্বাসে এবং দীর্ঘ চেষ্টায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং রাস্তা থেকে অবরোধ তুলে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়। ঘাতক লরিটিকে আটক করেছে পুলিশ এবং দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

দাম্পত্য অশান্তির মধ্যে ক্যানসারের যন্ত্রণা, হাওড়ায় প্রৌঢ়ের রহস্যমৃত্যু

প্রতিবেদন : দাম্পত্য জীবনে সুখ নেই। ছেড়ে চলে গিয়েছেন স্ত্রী। গোঁদের ওপর বিষফোঁড়া ক্যানসার রোগ। দিনের পর দিন ধরে চিকিৎসা চলছে। শারীরিক উন্নতি নেই। যন্ত্রণা বাড়ছে। খেয়াল রাখার মতো কেউ নেই। সঙ্গে মানসিক অবসাদ। এই টানাপোড়েনের মধ্যে ক্যানসার রোগীর রহস্যমৃত্যু। হাওড়ার সালকিয়ার বেনারস রোডে পুকুর থেকে ক্যানসার রোগীর দেহ উদ্ধার হয়। খুন নাকি আত্মহনন? বাড়ছে জল্পনা।

জানা যায়, মৃতের নাম অমল দাস। বয়স হয়েছিল একান্ন। স্ত্রীর থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও একাই দিন কাটাচ্ছিলেন। মাসদুয়েক আগে জানতে পারেন তিনি কর্কট রোগে আক্রান্ত। প্রথমদিকে হাসপাতালে তিনি চিকিৎসার জন্য যাচ্ছিলেন। তবে পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। এরপর বাড়িতেই তাঁর চিকিৎসা চলছিল। পরিবারের লোকজনের দাবি, তাঁর শারীরিক যন্ত্রণা চোখে দেখা যাচ্ছে না। আচমকা রোগে পড়ে মানসিকভাবেও ভেঙে পড়েছিলেন অমলবাবু।

পরিবারের লোকজনের দাবি, বৃহস্পতিবার আচমকাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান অমলবাবু। সেই সময় বাড়িতে ছিলেন তাঁর বৃদ্ধা মা। স্থানীয়রা ওইদিন ভোরে এক ব্যক্তিকে বেলগাছিয়া রোড সংলগ্ন জোড়া পুকুরে পড়ে যেতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে লিলুয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং সিভিল ডিফেন্সের কর্মীদের খবর দেওয়া হয়। পরে ডুবুরি নামিয়ে দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালানো হয়। বেশ কিছুক্ষণ পর পুকুর থেকে ওই ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করা হয়। পরিবারের লোকজন তাঁর দেহ শনাক্ত করে। রোগের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে চরম সিদ্ধান্ত নাকি নেপথ্যে রয়েছে অন্য কোনও কারণ, তদন্ত করছে পুলিশ।

ইউপিআই লেনদেনে নয়া নিয়ম আরবিআইয়ের

প্রতিবেদন: ডিজিটাল পেমেন্টের যুগে সাইবার প্রতারণা রুখতে নয়া ভাবনা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের। জানা গিয়েছে, অনলাইনে ১০ হাজার টাকার বেশি লেনদেন করলে প্রাপকের অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছাতে অতিরিক্ত ১ ঘণ্টা সময় লাগবে। মূলত ডিজিটাল অ্যারেস্ট বা অন্য কোনও চাপে পড়ে প্রতারকদের ফাঁদে পা দেওয়া রুখতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। অনলাইনে ১০ হাজার টাকার বেশি পাঠালে অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কাটলেও প্রাপকের অ্যাকাউন্টে সেই টাকা জমা হতে ১ ঘণ্টা সময় লাগবে। এই এক ঘণ্টার মধ্যে গ্রাহক যদি বুঝতে পারেন যে তিনি প্রতারণার শিকার হয়েছেন বা ভুল অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়েছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ লেনদেনটি বাতিল করা যাবে। এই নিয়ম এক ব্যক্তির অ্যাকাউন্ট থেকে অন্য ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে ইউপিআই লেনদেনের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

14 November, 2026 • Saturday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অ-শান্তিনিকেতন

রবীন্দ্র-স্মৃতিবিজড়িত শান্তিনিকেতনে এ কোন ঘটনা ঘটে চলেছে? কখনও দিনে-দুপুরে খুন, আবার কখনও পুলিশকেই গুলি করছে অভিযুক্তরা। যেখানে পুলিশই নিরাপদ নয়, সেখানে সাধারণ মানুষের অবস্থা কী হতে পারে তা ভাবতেও ভয় লাগে। রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর পুলিশ এখন মানুষের নিরাপত্তা নয়, পুলিশের বিরুদ্ধেই মানুষের একরাশ অভিযোগ। পুলিশ হেফাজতে রাতের অন্ধকারে বিচারের আগেই খুন করা হচ্ছে অভিযুক্তকে। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করে কোর্টে তোলার আগেই খুন হতে হচ্ছে হেফাজতে। ছ'মাসে বিজেপি রাজত্বে রাজ্যে ইতিমধ্যে পুলিশের হাতে খুন হতে হয়েছে ন'জনকে। এবার আক্রান্ত পুলিশই শান্তিনিকেতনের মতো জায়গায়, যেখানে সারা বছর পর্যটকের যাতায়াত লেগে রয়েছে। কেন এই ধরনের ঘটনা ঘটছে? পুলিশের অকর্মণ্যতায় পুজো প্যান্ডেলে ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। রাজ্যের ইতিহাসে এ এক লজ্জাজনক ঘটনা। রাস্তায় চলাফেরা করা এখন দুষ্কর হয়ে পড়েছে। পুলিশি ব্যবস্থাপনা ভঙ্গুর তা প্রতি মুহূর্তে বোঝা যাচ্ছে। পুলিশ এখন ব্যস্ত তৃণমূল কর্মীদের নানা ভুয়ো মামলায় অভিযুক্ত করার লক্ষ্যে। ফলে সাধারণের নিরাপত্তা শিকেয় উঠতে চলেছে। পুলিশ এখন আর নিরপেক্ষভাবে কাজ করে না। বিজেপির নির্দেশিত পথেই তাদের কর্মপরিধি ঘোরাফেরা করে। এ এক ভয়ানক অবস্থা। পুলিশকে যদি অপরাধীরাই ভয় না পায় তাহলে সে তো ভাবনারই বিষয়। সব দেখেশুনে সাতের দশকের পরিস্থিতির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে এই রাজ্য সরকার।

e-mail থেকে চিঠি

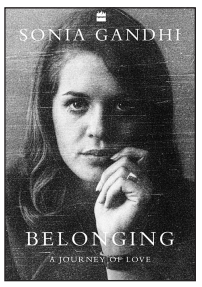
গোপন কথাটি থাকছে না গোপনে ইথানল পেট্রোলের ভেজাল ফাঁস

২০ শতাংশ ইথানল মিশ্রিত পেট্রল (ই২০) নিয়ে বিতর্ক যেন থামছেই না! কর্নাটক সরকারের একটি দাবি নতুন করে সেই বিতর্ককে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। তারা অভিযোগ করে, তেল বিপণনকারী সংস্থাগুলি পেট্রলে অতিরিক্ত ইথানল মেশাচ্ছে। 'ইন্ডিয়া টুডে'-এর এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, কর্নাটক সরকারের অভিযোগ উড়িয়ে ভারত পেট্রোলিয়াম 'মিথ ভার্সেস ফ্যাক্ট' নামক একটি প্রচার অভিযান শুরু করে সমাজমাধ্যমে। যদিও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেই পোস্ট মুছেও ফেলা হয়। এক্স পোস্টে ভারত পেট্রোলিয়াম দাবি করে, মহীশূরের একটি পেট্রল পাম্প থেকে ই২০ পেট্রলের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হয়েছিল। সেই পরীক্ষার ফলাফলে দেখা গিয়েছে, নমুনায় ইথানলের বাধ্যতামূলক ২০ শতাংশের মাত্রাই ছিল। তবে সেই পোস্ট ছড়িয়ে পড়তে অনেকেই অভিযোগ করেন, ইথানলের মাত্রা ৩৩ শতাংশ ছাড়িয়েছে। সমাজমাধ্যমে সেই নিয়ে বিতর্ক দানা বাধতেই ভারত পেট্রোলিয়াম ওই পোস্টটি মুছে দেয়। তবে ইন্ডিয়া টুডে অনেক ব্যবহারকারী পোস্টের স্ক্রিনশট তুলে ধরেছে ওই প্রতিবেদনে। অনেকে সরকারি মালিকাধীন ভারত পেট্রোলিয়ামের কাছে ব্যাখ্যাও চেয়েছেন। ই২০ পেট্রল নিয়ে কর্নাটক সরকারের দাবি উড়িয়ে পোস্ট করেও মুছল ভারত পেট্রোলিয়াম! ৩৩ শতাংশ ইথানল মিশ্রণের আশঙ্কা অনেকের এক্স পোস্টে ভারত পেট্রোলিয়াম দাবি করে, মহীশূরের একটি পেট্রল পাম্প থেকে ই২০ পেট্রলের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হয়েছিল। সেই পরীক্ষার ফলাফলে দেখা গিয়েছে, নমুনায় ইথানলের বাধ্যতামূলক ২০ শতাংশের মাত্রাই ছিল। যদিও পরে সেই পোস্ট মুছে ফেলা হয়। 'ইন্ডিয়া টুডে'-এর এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, কর্নাটক সরকারের অভিযোগ উড়িয়ে ভারত পেট্রোলিয়াম 'মিথ ভার্সেস ফ্যাক্ট' নামক একটি প্রচার অভিযান শুরু করে সমাজমাধ্যমে। যদিও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেই পোস্ট মুছেও ফেলা হয়। অনেকেই অভিযোগ করেন, ইথানলের মাত্রা ৩৩ শতাংশ ছাড়িয়েছে। সমাজমাধ্যমে সেই নিয়ে বিতর্ক দানা বাধতেই ভারত পেট্রোলিয়াম ওই পোস্টটি মুছে দেয়। তবে ইন্ডিয়া টুডে অনেক ব্যবহারকারী পোস্টের স্ক্রিনশট তুলে ধরেছে ওই প্রতিবেদনে। অনেকে সরকারি মালিকাধীন ভারত পেট্রোলিয়ামের কাছে ব্যাখ্যাও চেয়েছেন। —**ত্রিদিব মাইতি, ঘাটাল, পূর্ব মেদিনীপুর**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

সোনিয়া কেন জননেত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ?

পুরুষতন্ত্রের ক্ষমতাবলয় ভেঙে ভারতীয় রাজনীতিতে এক অপরাজেয় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোনিয়া গান্ধীর সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থে সে-কথাই উঠে এসেছে। লিখছেন **নুরুল ইসলাম বাবুল**



রাজনীতির ইতিহাসে কিছু স্বীকৃতি আসে নিজের দলের মানুষের কাছ থেকে, কিছু আসে অনুগামীদের প্রশংসায়। কিন্তু কোনও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ যখন অন্য এক প্রতিপক্ষের সংগ্রাম, যোগ্যতা ও নেতৃত্বের স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করেন, তখন সেই স্বীকৃতির তাৎপর্য কিছুটা আলাদা হয়ে যায়। কারণ, সেখানে দলীয় আনুগত্যের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এবং ব্যক্তিগত মূল্যায়ন। কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধীর সদ্য প্রকাশিত স্মৃতিকথা Belonging : A Journey of Love-এ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য তাই নিছক সৌজন্য প্রকাশ নয়। ভারতীয় রাজনীতিতে নারী নেতৃত্বের উত্থান, পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতাকাঠামোর সঙ্গে লড়াই এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের স্বতন্ত্র পরিচয় নির্মাণের প্রশ্নে এই মন্তব্য একটি বিশেষ আলোচনার অবকাশ তৈরি করেছে।

১০ নভেম্বর প্রকাশিত বইটির একটি অংশে সোনিয়া গান্ধী লিখেছেন, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হওয়া সত্ত্বেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মায়াবতীর সঙ্গে তিনি ব্যক্তিগত সম্পর্ক বজায় রেখেছেন এবং তাঁদের পরিশ্রম, রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও নেতৃত্বের ক্ষমতাকে শ্রদ্ধা করেছেন। বিশেষ করে 'a man's world' কথাটি এই বক্তব্যের কেন্দ্রে রয়েছে। সোনিয়া গান্ধী এখানে শুধু দুজন নারী রাজনীতিকের প্রশংসা করেননি; তিনি এমন একটি ক্ষমতাব্যবস্থার কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যেখানে নারীর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা আজও সহজ নয়। এই স্বীকৃতির গুরুত্ব বুঝতে হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক যাত্রাপথের দিকে ফিরে তাকাতে হয়। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছিল ছাত্র আন্দোলনের পরিসরে। কংগ্রেসের ছাত্র রাজনীতি থেকে জাতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ, ১৯৮৪ সালে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রবীণ বামপন্থী নেতা সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে পরাজিত করে সংসদে পৌঁছনো— প্রতিটি পর্যায়েই ছিল প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই। অল্প বয়সে জাতীয় রাজনীতিতে নিজের উপস্থিতি জানান দেওয়া তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রথম বড় বাঁক।

১৯৯০-এর দশকে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস রাজনীতির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, বামফ্রন্টের দীর্ঘ শাসন এবং বিরোধী রাজনীতির সাংগঠনিক দুর্বলতার মধ্যে মমতা ক্রমশ নিজের স্বতন্ত্র অবস্থান তৈরি করেন। ১৯৯৮ সালে কংগ্রেস ছেড়ে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। এই সিদ্ধান্ত ছিল রাজনৈতিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। একটি সর্বভারতীয় দলের প্রতিষ্ঠিত সংগঠন, পরিচিতি ও রাজনৈতিক পরিকাঠামো ছেড়ে নতুন দল গঠন করা মানে কার্যত নতুন করে রাজনৈতিক জমি তৈরি করা। কিন্তু মমতা সেই পথেই হাঁটেন। আন্দোলন, নির্বাচনী লড়াই, সংগঠন বিস্তার এবং জনসংযোগের মধ্য দিয়ে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসকে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান বিরোধী শক্তিতে পরিণত করেন। ২০১১ সালে ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট শাসনের অবসান ঘটিয়ে তাঁর নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসে। এই পরিবর্তন কেবল একটি সরকারের পতন ছিল না; পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে ক্ষমতার দীর্ঘস্থায়ী বিন্যাসেরও পরিবর্তন ঘটেছিল। ২০২১ সালে টানা তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়া তাঁর ব্যক্তিগত নেতৃত্বের পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী সংগঠনের শক্তিকেও সামনে নিয়ে আসে। এই দীর্ঘ রাজনৈতিক যাত্রায় মমতা যে একমাত্রিক চরিত্র নন, তা স্পষ্ট। তিনি একই সঙ্গে আন্দোলনের নেত্রী, দলীয় সংগঠক, নির্বাচনী কৌশলী এবং প্রশাসনিক দায়িত্বে থাকা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব।

নেত্রী মমতার উত্থানকে নারীবাদী রাজনৈতিক তত্ত্বের আলোকে বিচার করলে আরও কিছু বিষয় সামনে আসে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ক্যারোল স্প্যারির ভারতীয় নারী নেতৃত্ব নিয়ে গবেষণায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে এসেছে— ভারতে নারী রাজনৈতিক নেত্রীদের ক্ষমতায় পৌঁছনোর পথ কি সর্বদা পারিবারিক বা বংশানুক্রমিক রাজনৈতিক উত্তরাধিকারের মধ্য দিয়েই তৈরি হয়? তাঁর গবেষণা দেখায়, নারী নেতৃত্বের পথ একরকম নয়; প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতি, সামাজিক আন্দোলন, ব্যক্তিগত রাজনৈতিক দক্ষতা এবং নির্বাচনী সমর্থন— বিভিন্ন উপাদান মিলেই নারীর ক্ষমতায়নের পথ তৈরি করে। এই প্রেক্ষিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক জীবন বিশেষভাবে আলোচনাযোগ্য। ইন্দিরা গান্ধী, সোনিয়া গান্ধী কিংবা অন্যান্য রাজনৈতিক পরিবারের নারী নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর উত্থানের পথের পার্থক্য রয়েছে। মমতা কোনও প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক পরিবারের উত্তরাধিকার বহন করে ক্ষমতায় আসেননি। তাঁর রাজনৈতিক পুঁজি তৈরি হয়েছে দীর্ঘ আন্দোলন, দলীয় সংঘাত, নির্বাচনী লড়াই এবং জনসমর্থনের মধ্য দিয়ে। অবশ্যই ভারতীয় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের প্রশ্নটি কেবল একজন নেত্রীর সাফল্য দিয়ে বিচার করা যায় না। তবু মমতার অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে, রাজনৈতিক উত্তরাধিকার ছাড়াও একজন নারী নিজের সাংগঠনিক শক্তি ও জনভিত্তির সাহায্যে রাজনীতির শীর্ষে পৌঁছতে পারেন।

এখানে সমাজতাত্ত্বিক আন্তোনিও গ্রামশির আধিপত্য বা 'হেজিমনি' ধারণাটিও প্রাসঙ্গিক। দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক শক্তি যখন সমাজের রাজনৈতিক কল্পনা, সংগঠন ও ক্ষমতার পরিসর নিয়ন্ত্রণ করে, তখন সেই আধিপত্য ভাঙতে বিকল্প জনভিত্তি নির্মাণ করতে হয়। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের দীর্ঘ শাসনের বিরুদ্ধে মমতার আন্দোলনকে এই দৃষ্টিতে পড়া যায়। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের জমি আন্দোলন তাঁর রাজনৈতিক উত্থানে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। ম্যাক্স ভেবারের 'ক্যারিশম্যাটিক অথরিটি' বা ব্যক্তিত্বনির্ভর নেতৃত্বের ধারণাও এখানে বিবেচ্য। মমতার রাজনৈতিক পরিচয়ের একটি বড় অংশ তাঁর ব্যক্তিগত উপস্থিতি, ভাষা, প্রতিবাদী ভঙ্গি এবং জনতার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত। তাঁর সাদা শাড়ি, সাধারণ জীবনযাপনের প্রকাশ্য রীতি, রাস্তায় নেমে আন্দোলন করার অভ্যাস এবং রাজনৈতিক ভাষার স্বতন্ত্রতা তাঁকে অন্য অনেক নেতার থেকে পৃথক করেছে। তবে ব্যক্তিত্বনির্ভর নেতৃত্বের যেমন শক্তি রয়েছে, তেমনই দলীয় প্রতিষ্ঠানের বিকাশ, অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র এবং প্রশাসনিক জবাবদিহির প্রশ্নও তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। নেতৃত্বের প্রকৃত মূল্যায়নে এই দুই দিকই গুরুত্বপূর্ণ।

সোনিয়া গান্ধীর বক্তব্যের আরেকটি তাৎপর্য রয়েছে রাজনৈতিক সৌজন্য ও বহুত্ববাদের প্রশ্নে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে নিজের দল গড়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল ও কংগ্রেসের মধ্যে বহুবার রাজনৈতিক সংঘাতও হয়েছে। তবু ব্যক্তিগত সম্পর্কের জায়গাটি পুরোপুরি মুছে যায়নি। ২০১৯ সালে সংসদে দুই নেত্রীর সাক্ষাতের পর সোনিয়া গান্ধী বলেছিলেন, রাজনৈতিকভাবে পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলেও তাঁরা বন্ধু। এই একটি বাক্যের মধ্যে ভারতীয় রাজনীতির এমন এক সংস্কৃতির ইঙ্গিত রয়েছে, যেখানে মতপার্থক্য ব্যক্তিগত শত্রুতায় পর্যবসিত হওয়া অনিবার্য নয়। এখানে একটি বিষয় মনে রাখা দরকার। সোনিয়া গান্ধী নিজেই তাঁর স্মৃতিকথাকে রাজনৈতিক গ্রন্থ নয়, ব্যক্তিগত জীবন ও অভিজ্ঞতার বিবরণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ফলে বইয়ের একটি প্রশংসাসূচক অনুচ্ছেদকে কোনও রাজনৈতিক জোটের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কিংবা ভবিষ্যৎ ক্ষমতার সমীকরণের ইঙ্গিত হিসেবে পড়া সমীচীন নয়। বরং এর মূল্য রয়েছে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার একটি ব্যক্তিগত অথচ গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতিতে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনিক কাজ, রাজনৈতিক বিরোধ, দলীয় সংগঠন কিংবা শাসনব্যবস্থার সমালোচনা নিয়ে বিতর্ক চলতেই পারে। গণতন্ত্রে কোনও নেত্রীই সমালোচনার ঊর্ধ্বে নন। কিন্তু সেই বিতর্কের মধ্যেও তাঁর রাজনৈতিক উত্থানের ইতিহাস, আন্দোলন সংগঠিত করার ক্ষমতা এবং দীর্ঘকাল ধরে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজের অবস্থান ধরে রাখার দক্ষতাকে স্বীকার করতে হয়। একজন নেত্রীর মূল্যায়ন তাঁর প্রতি সমর্থন বা বিরোধিতার আবেগ দিয়ে নয়, তাঁর রাজনৈতিক যাত্রার বাস্তবতা দিয়ে হওয়া উচিত।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক জীবন, তাঁর উত্থান কোনও অলৌকিক ঘটনা নয়; এটি দীর্ঘ রাজনৈতিক শ্রম, সংঘাত, সংগঠন এবং জনসমর্থনের ইতিহাস। রাজনীতির ইতিহাসে ক্ষমতা অর্জন গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সেই ক্ষমতায় পৌঁছনোর পথও সমান গুরুত্বপূর্ণ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথটি সহজ ছিল না। প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক শক্তির বিরোধিতা, দলের অভ্যন্তরীণ সংকট, নির্বাচনী পরাজয়, আন্দোলনের সংঘাত— সবকিছুর মধ্য দিয়ে তিনি নিজের রাজনৈতিক পরিচয় নির্মাণ করেছেন। সোনিয়া গান্ধীর স্বীকৃতি সেই পথের একটি মূল্যবান বহিঃসাক্ষ্য।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বাড়তে চলেছে মেট্রোর অরেঞ্জ লাইনের পরিসর। আগামী ২১ নভেম্বর বেলেঘাটা থেকে সেক্টর ৫ পর্যন্ত রুটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। ওইদিন থেকেই শুরু যাত্রী পরিষেবা

৪ দিন পার অব্যাহত জলসঙ্কট

প্রতিবেদন : চারদিন পার! এখনও টালা ট্যাঙ্কের পাইপ মেরামতির কাজ শেষ হল না। স্বাভাবিক হল না জল পরিষেবা। নেই পানীয় জল। উত্তর ও মধ্য কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকায় জলের হাহাকার। পুরসভার দাবি করেছিল, শুক্রবার বিকেল থেকেই পরিষেবা স্বাভাবিক হবে। কিন্তু কথা রাখতে ব্যর্থ পুরসভা। জল এলেও জলের বেগ নেই। ফলে জল আসা না আসা দুই-ই সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপাতত বাসিন্দাদের ভোগান্তি মেটেনি। এদিকে পুরসভার দাবি করছে জলের পরিষেবা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তবে উত্তর কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকার

টালার পাইপ লাইন মেরামতি



বাসিন্দাদের অভিযোগ, বেশিরভাগ জায়গাতেই পর্যাপ্ত জল মিলছে না। অনেক জায়গার বাসিন্দারা আবার বলছেন, জল এলেও সরু সুতোর মতো পড়ছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে আরও কিছুটা সময় চেয়েছে পুরসভা।

একদিকে পুরসভায় কাউন্সিলর না থাকায় কাজ চলছে ধীর গতিতে, অন্যদিকে বাসিন্দারা কাকে অভিযোগ করবেন, কার কাছে সাহায্য চাইবেন বুঝেই উঠতে পারছেন না। পুরমন্ত্রীর দেওয়া ফোন নম্বরে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না কারও সঙ্গেই। কালীপুজো, ভাইফোঁটা পেরোল জল সঙ্কটে। তারপরও জলের সুরাহা নেই।

জানা গিয়েছে, আপাতত মূল ৭২ ইঞ্চি পাইপলাইন মেরামতের কাজ শুরু হবে পরে। আপাতত ১২ ইঞ্জির সাপ্লাই লাইন দিয়ে বাইপাস করে জল সরবরাহ করা হয়েছে। যাতে জলের বেগ খুবই কম।

বুলডোজার নীতি, আদালতে প্রশ্নের মুখে পড়ল রাজ্য প্রশাসন

প্রতিবেদন : বুলডোজার দিয়ে বাড়ি-ভাঙার ঘটনায় আদালতের প্রশ্নের মুখে রাজ্য প্রশাসন। জাহাঙ্গির খানের বাড়ি ভাঙায় আপাতত স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বেআইনি নির্মাণের অভিযোগে বুধবার থেকে ওই বাড়ি-ভাঙার কাজ শুরু করেছিল জেলা প্রশাসন। দু'দিন কাজ চলেছে। এই সংক্রান্ত মামলায় বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ শুক্রবার জানান, আপাতত প্রশাসনকে কাজ বন্ধ রাখতে হবে। সোমবার ফের এই মামলার শুনানি। তার আগে জাহাঙ্গিরের বাড়ি আর ভাঙা যাবে না। জাহাঙ্গিরকে বাড়ি-ভাঙার নোটিশ দেওয়া হয়েছিল কি না, প্রশ্ন তুলেছে আদালত। জাহাঙ্গির এবং তাঁর স্ত্রীকে পুলিশ গ্রেফতার করে। বর্তমানে দু'জনেই



জেলবন্দি। মামলাকারী জেলে থাকাকালীন কীভাবে তাঁর বাড়ি চিহ্নিত করে ভাঙার কাজ শুরু হল, প্রশ্ন তুলেছেন বিচারপতি ঘোষ। রাজ্যের উদ্দেশে তিনি বলেন, কীভাবে জানলেন বাড়িটি জাহাঙ্গিরের? উনি তো জেলে আছেন! নোটিশ কোথায়?

তৃণমূল কংগ্রেস মুখপাত্র ও বিধায়ক কুণাল ঘোষকে এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে, সাংবাদিকদের বলেন, জাহাঙ্গির খানের বাড়ি-ভাঙার বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন। এ-বিষয়ে কোনও মন্তব্য করব না। তিনি বলেন, জাহাঙ্গির ভাল না খারাপ সেটাও আদালতে বিচারাধীন। তবে এটা ঠিক সে বিজেপি'র কাছে আত্মসমর্পণ করেনি, তাই এ-ধরনের ঘটনা ঘটছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজেও বলেছেন কসবা অঞ্চলে ৮০-৯০টা বেআইনি নির্মাণ রয়েছে এক বিখ্যাত ব্যক্তির ছেলের। তাদের বাড়ি তো ভাঙতে যাওয়া হচ্ছে না! অর্থাৎ যারা বিজেপির কাছে আত্মসমর্পণ করছে তাদের বাড়ি ভাঙা যাচ্ছে না। আর যারা আত্মসমর্পণ করছে না যত বিপ্লব তাদের উপর চলছে!

পালাবদলের পর থমকে মৎস্য হাবের কাজ, হতাশা বাড়ছে মৎস্যজীবীদের

সংবাদদাতা, স্বরূপনগর : ক্ষমতায় আসার পর কেটেছে ৬ মাস। রাজ্যে উন্নয়নের জোয়ারের নামে মিথ্যে প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দিয়েছে বিজেপি। এদিকে উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগরের বিলবল্লিতে ছবিটা সম্পূর্ণ আলাদা। ৬ মাসেও মৎস্য হাব প্রকল্পটি সচল করতে পারল না বর্তমান বিজেপি সরকার। ফলে ১৩ কোটি টাকার সরকারি অর্থে তৈরি পরিকাঠামো কার্যত তালাবন্দি অবস্থায় পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে। আর কর্মসংস্থানের স্বপ্ন ভেঙে হতাশ হচ্ছেন সীমান্ত এলাকার হাজার হাজার মৎস্যজীবী।

উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানার বিলবল্লি এলাকায় ২০২২ সালে এই মৎস্য হাব তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এলাকার সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যবর্তী জলাশয়বেষ্টিত অঞ্চলে মৎস্যচাষ, মাছের ব্যবসা এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পকে কেন্দ্র করে কর্মসংস্থান তৈরির পরিকল্পনা ছিল। তৎকালীন তৃণমূল সরকারের আমলে প্রায় ১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হয় এই প্রকল্প। তৎকালীন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা ও বিধায়ক বীণা মণ্ডলের উদ্যোগে প্রকল্প ঘিরে আশায় বুক বেঁধেছিলেন স্থানীয় মৎস্যজীবীরা। সেইমতো কাজ শুরুও হয়েছিল। এগিয়েছে অনেকটাই কাজ। কিন্তু পালা বদল হতেই সেই উন্নয়নে তালা পড়েছে।

প্রশ্ন উঠছে, রাজ্যে ক্ষমতার পরিবর্তনের পর উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেওয়া বিজেপি সরকার গত ৬ মাসে কী করল? ১৩ কোটি টাকার একটি তৈরি পরিকাঠামো চালু করতে এত দীর্ঘসূত্রতা কেন? প্রশাসনের তরফে প্রকল্পটি সচল করার কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা বা কার্যকর পদক্ষেপ কি নেওয়া হয়েছে? সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, দীর্ঘদিন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকায় প্রকল্পের পরিকাঠামো নষ্ট হতে বসেছে। যে সরকারি অর্থ মৎস্যজীবীদের কর্মসংস্থান ও এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজে লাগার কথা ছিল, সেই অর্থের সুফল আজও অধরা। প্রকল্পের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন।

ডাবল ইঞ্জিন উন্নয়নের প্রচার করলেই হবে না, মাটিতে তার বাস্তব প্রতিফলন কোথায়, সেই প্রশ্নই এখন বড় হয়ে উঠছে। সীমান্তের মৎস্যজীবীদের দাবি, অবিলম্বে ১৩ কোটি টাকার প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করতে হবে, অনিয়ম থাকলে দায়ীদের চিহ্নিত করতে হবে এবং দ্রুত মৎস্য হাব চালু করতে হবে। কারণ, রাজনৈতিক পালাবদলে সরকারের মুখ বদলেছে, বেড়েছে তাঁদের দুর্দশা। উন্নয়নের প্রচার আর বাস্তবের তালাবন্ধ মৎস্য হাবের এই বৈপরীত্যের জবাব এখন দিতে হবে ডাবল ইঞ্জিন সরকারকেই।

সিলিন্ডার বিস্ফোরণে পুড়ে ছাই ৪টি বাড়ি



সংবাদদাতা, বারাসত: আচমকা গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ। মুহূর্তেই ভস্মীভূত চারটি বাড়ি। শুক্রবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায় বারাসতের হাটখোলা বস্তি এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই এলাকায় আচমকাই গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ঘটে। সেখান থেকেই ছড়িয়ে পড়ে আগুন। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা হওয়ায় দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে সংলগ্ন বাড়িগুলিতে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের দুটি ইঞ্জিন। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন দমকলকর্মীরা। স্থানীয় বাসিন্দারাও আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। অগ্নিকাণ্ডে চারটি বাড়ির আসবাবপত্র, ঘরের সামগ্রী-সহ সমস্ত কিছু পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে পরিবারগুলি। তবে এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর মেলেনি। কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে প্রশাসন ও দমকল বিভাগ।

প্রয়াত হেমন্তপুত্র জয়ন্ত

প্রতিবেদন : প্রয়াত প্রযোজক জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়। তিনি সঙ্গীতশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও বেলা মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ও অভিনেত্রী মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়ের স্বামী। বৃহস্পতিবার, ১২ নভেম্বর মুম্বইয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯। গত ৪ অক্টোবর জন্মদিন ছিল তাঁর। দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন বলে জানিয়েছেন তাঁদের মেয়ে মেঘা মুখোপাধ্যায়।



স্ত্রী মৌসুমির সঙ্গে জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়

মেঘা জানান, অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তাঁর বাবা। ধনতেরাসের দিন হাসপাতাল থেকে বাড়িও ফিরেছিলেন। ধীরে ধীরে সুস্থও হয়ে উঠছিলেন। গত ১১ নভেম্বর, বুধবার, ফের চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে গিয়েছিলেন তাঁরা। ফুসফুসের সংক্রমণ তীব্র থাকায় এবং তাঁর বয়সের জন্য কিছুটা ঝুঁকি হয়ে দাঁড়ায়। জয়ন্তের ফুসফুসে সংক্রমণের সঙ্গে টাইফয়েডও ধরা পড়েছিল। তবে সেই পরিস্থিতি সামাল দিয়ে তিনি গত ৬ তারিখ সুস্থভাবে বাড়ি ফিরেছিলেন এবং পরিবারের সঙ্গেই দীপাবলি উদযাপন করেন। কিন্তু তার পরও শেষরক্ষা হল না। তবে কোনওরকম তীব্র যন্ত্রণা বা কষ্ট ছাড়াই তিনি শান্তিতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন বলে জানিয়েছে পরিবার।

প্রিয়র মূর্তি বিবাদী বাগে

প্রতিবেদন: শুক্রবার জন্মদিনে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির মূর্তি বসল বিবাদী বাগে। উদ্যোক্তা গণসংস্কৃতি সংসদ। সেই অনুষ্ঠানে একমঞ্চে দেখা গেল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের। ছিলেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, কুণাল ঘোষ, সিপিএমের বিমান বসু-সহ কংগ্রেসের প্রদীপ ভট্টাচার্য, শুভঙ্কর সরকাররা। এই উপলক্ষে আয়োজিত এদিনের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিল প্রায় সব রাজনৈতিক দল। তাদের উপস্থিতিতে বক্তারা স্মরণ করেন প্রয়াত নেতাকে।

বালি হল্ট বাসস্ট্যান্ডের নিচে বিধ্বংসী আগুন

ভস্মীভূত একাধিক দোকান



সংবাদদাতা, হাওড়া : বালি হল্ট বাসস্ট্যান্ডের নিচে একাধিক বন্ধ দোকানে বিধ্বংসী আগুন। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। শুক্রবার সকালে প্রথমে বালি ট্রাফিক পুলিশ আগুন দেখতে পায়। তবে যতক্ষণে দমকল এসে পৌঁছয় ততক্ষণে একের পর এক দোকান ভস্মীভূত হয়ে গেছে। ওই এলাকায় প্রায় ১৪ থেকে ১৫টি দোকান ছিল। সকালে ঘটনাটি ঘটায় হতাহত বা জখমের ঘটনা ঘটেনি। ভয়াবহ আগ্নিকাণ্ডে চার থেকে পাঁচটি দোকান সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। ঘটনাস্থলের পাশেই ছিল বালি স্টেশনের রেললাইন। সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল একটি মালগাড়িও। বড়সড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পায় মালগাড়িটি। তবে এত বড় অগ্নিকাণ্ডের পিছনে কারণ কী, তা এখনও জানা যায়নি। দোকানগুলি বন্ধ থাকা অবস্থায় কীভাবে আগুন ছড়াল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কোনও শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত কি না, সেই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। হতাহতের খবর নেই।

রাজ্য
14 November, 2026 • Saturday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

গাঁজা পাচারের দায়ে গ্রেফতার দম্পতি। উদ্ধার ২০ কেজি মাদক। বাজারমূল্য ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। নামখানার সাতমাইল এলাকার ঘটনা

টিকিট কেটেও ট্রেনে উঠতে পারলেন না যাত্রীরা! চূড়ান্ত অব্যবস্থা রেলে

প্রতিবেদন : বাড়তি টাকা দিয়ে আগেভাগে সংরক্ষিত টিকিট কেটেও শেষ পর্যন্ত ট্রেনে উঠতে পারলেন না শত-শত বৈধ যাত্রী! ছট পুজো উপলক্ষে মানুষের ঢল সামলাতে রেল কর্তৃপক্ষ একগুচ্ছ স্পেশ্যাল ট্রেন চালানোর ঢাক পেটালেও, বাস্তবে তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। আসানসোল স্টেশনের চরম বিশৃঙ্খলা ফের তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। বিনা টিকিটের যাত্রীদের দাপট এবং রেল পুলিশের চূড়ান্ত নিষ্ক্রিয়তায় প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েই চোখের সামনে ট্রেন ছেড়ে যেতে দেখলেন বৈধ টিকিটধারীরা! এমনকী টিকিট থাকা সত্ত্বেও ট্রেনে আসন পাননি বসার জন্য বৈধ যাত্রীরা। দরজার মুখ এমনভাবে অবরুদ্ধ হয়ে ছিল যে, যাঁদের কাছে বৈধ কনফার্মড টিকিট রয়েছে, তাঁরা কামরার ধারে-কাছেও ঘেঁষতে পারেননি। পরিবার, শিশু এবং মালপত্র নিয়ে প্ল্যাটফর্মে চরম অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় তাঁদের। বাদুড়ঝোলা হয়ে ট্রেনে উঠছেন অনেকে। মহিলাদের পক্ষে সেই ভিড় ঠেলে ট্রেনে ওঠা কার্যত অসম্ভব হয়ে



পড়েছে। ভিড় সামাল দিতে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছেন আরপিএফ জওয়ানরা। সংরক্ষিত টিকিট কেটেও ভিড়ের চোটে ট্রেনে উঠতে না পেরে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন যাত্রীরা। যাত্রীদের ক্ষোভ, আগে থেকেই সমীক্ষা করে ট্রেনের সংখ্যা বা বগির পরিমাণ বাড়ানো উচিত ছিল। উৎসবের মরশুমে বাড়ি ফেরার এই বিপুল চাপ সামাল দিয়ে যাত্রীদের নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ যাত্রা নিশ্চিত করাই এখন রেল কর্তৃপক্ষের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ডাকতেই গুলি চালিয়ে চম্পট

(প্রথম পাতার পর)
ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় আতঙ্ক। মাস দেড়েক আগে লাইক বাজার থেকে সাতশো মিটার দূরে গুলি চলেছিল। একজন খুন হয়। এবার গুলিবিদ্ধ পুলিশই। শান্তিনিকেতনের মতো নিরিবিলি এলাকায় দুর্বৃত্তদের রমরমা মানুষের মনে পুলিশের উপর ভরসা উঠে গিয়েছে। শুভেন্দু অধিকারী যতই আশ্বাস দিন, আসলে বাংলায় পুলিশ-প্রশাসন এখন বিজেপিকে খুশি করতে ব্যস্ত। ফলে মানুষের নিরাপত্তা উঠেছে শিকেয়ে। আগামী দিনে পর্যটন কেন্দ্র শান্তিনিকেতনে মানুষ আসতে যে অন্তত দু'বার ভাববে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

৫১ আসনে কারচুপি

(প্রথম পাতার পর)
অর্থাৎ, দুই হিসাবের মধ্যে ফারাক প্রায় ৭ লক্ষ ৭৮ হাজার ভোট। এই আসনে বিজেপির পীযূষ গোয়েল কংগ্রেস প্রার্থীকে সাড়ে তিন লক্ষের কিছু বেশি ভোটে হারিয়েছিলেন।

'দ্য রিপোর্টার্স কালেকটিভ'-এর অনুসন্ধান অনুযায়ী মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা এবং জম্মু ও কাশ্মীরের মোট ৪৬৭টি বিধানসভা আসন এবং ৬৩টি লোকসভা আসনের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। সেই বিশ্লেষণে ৫১টি আসনে বিভিন্ন ধরনের অসঙ্গতি ধরা পড়ে। এর মধ্যে ৩২টি কেন্দ্রে ইভিএমে প্রদত্ত ভোট এবং গণনার সংখ্যার মধ্যে ফারাক ধরা পড়ে। আবার এই ৩২টির মধ্যে ১২টি আসনে প্রদত্ত ভোটের তুলনায় গণনার সংখ্যা অনেক কম। অন্যদিকে, ২০টি আসনে গণনার সংখ্যা প্রদত্ত ভোটকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ, কোথাও ভোটের সংখ্যা কমে গিয়েছে বলে নথিতে প্রতিফলিত হয়েছে, কোথাও আবার উল্টোভাবে বেশি ভোট গণনার হিসাব উঠে এসেছে।

সবচেয়ে বিস্ময়কর তথ্য উঠে এসেছে আরও ১৯টি বিধানসভা ও লোকসভা কেন্দ্রের বুথভিত্তিক রেকর্ডে। এই কেন্দ্রগুলির সমস্ত বুথে ভোটারদের উপস্থিতির সংখ্যা 'শূন্য' বা 'নিল' হিসেবে নথিবদ্ধ রয়েছে। অথচ বাস্তবে ওই কেন্দ্রগুলিতে লক্ষ লক্ষ ভোট পড়েছিল। আরও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, এই ১৯টি আসনের মধ্যে ১০টিতে জয় পেয়েছিল বিজেপি অথবা তাদের জোটসঙ্গীরা। এই তথ্য সামনে আসার পর বিরোধীদের প্রশ্ন, ভোটার উপস্থিতির মতো মৌলিক তথ্য কীভাবে সম্পূর্ণ শূন্য দেখানো সম্ভব? দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের রেকর্ডে এমন অসঙ্গতি থাকলে তা সংশোধন বা তদন্তের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল কি?

হরিয়ানার বড়খাল বিধানসভা কেন্দ্রের হিসাবও বিশেষভাবে আলোচনায় এসেছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৪ সালের নির্বাচনে এই কেন্দ্রে ৩ লক্ষ ৩২ হাজার ভোট পড়েছিল বলে নথিতে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু ইভিএমে গণনা করা হয় মাত্র ১ লক্ষ ৬০ হাজার ভোট। অর্থাৎ, প্রদত্ত ভোটের সঙ্গে গণনার সংখ্যার ব্যবধান প্রায় ১ লক্ষ ৭২ হাজার। এই নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী বিজয়প্রতাপ সিংকে ছয় হাজারের কিছু বেশি ভোটে পরাজিত করেছিলেন বিজেপির ধনেশ আদলাখা। প্রশ্ন উঠছে, প্রাথমিক নথি ও চূড়ান্ত ঘোষণার মধ্যে এত বড় পরিবর্তন কেন ঘটল? কোন পর্যায়ে তথ্য সংশোধন করা হয়েছিল? সংশোধনের কারণ কী ছিল? সেই সংশোধনের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা কি সাধারণ মানুষের সামনে আনা হয়েছে? নির্বাচনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এই প্রশ্নগুলির উত্তর পাওয়া অত্যন্ত জরুরি।

এখানেই সামনে আসছে নির্বাচনী ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক দিক। বুথে কতজন ভোটার উপস্থিত হয়েছেন এবং ইভিএমে কত ভোট জমা পড়েছে— এই দুই ধরনের তথ্য আলাদাভাবে নথিবদ্ধ করা হয়। নিয়ম অনুযায়ী, প্রকৃত ভোটদানের ক্ষেত্রে দুই হিসাবের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকার কথা। ফলে ভোটার উপস্থিতির সংখ্যা শূন্য দেখানো হলেও যদি ইভিএমে বিপুল ভোট গণনা হয়, অথবা প্রদত্ত ভোটের তুলনায় গণনার সংখ্যা অনেক কমবেশি হয়, তবে তার কারণ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। এমন অসঙ্গতি নিছক তথ্যগত ভুল, নথি সংরক্ষণের সমস্যা, নাকি আরও গুরুতর কোনও অনিয়মের ইঙ্গিত— তা তদন্ত ছাড়া নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। কিন্তু অভিযোগগুলি যথেষ্ট গুরুতর হওয়ায় সেগুলিকে উপেক্ষা করারও সুযোগ নেই। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা।

হাসপাতালও বেচে দিচ্ছে

(প্রথম পাতার পর)
চুপিচুপি বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হল কলকাতা বন্দরের ঐতিহ্যবাহী 'সেন্টিনারি হাসপাতাল' (কলকাতা পোর্ট হাসপাতাল)! হাসপাতালের দেওয়ালে স্রেফ এক টুকরো সাদা কাগজের নোটিশ সেঁটে জানিয়ে দেওয়া হল, শনিবার ১৪ নভেম্বর থেকেই শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দরের এই হাসপাতাল পাকাপাকিভাবে চলে যাচ্ছে বেসরকারি হাসপাতাল গোষ্ঠী 'চার্নক হসপিটালস'-এর হাতে! কেন্দ্রের এই চরম শ্রমিক-বিরোধী ও অমানবিক সিদ্ধান্তে এখন ক্ষোভে ফুঁসছেন হাজার হাজার বন্দর কর্মী ও তাঁদের পরিবার।

১৯৭০ সালে বন্দর কর্মচারী, অবসরপ্রাপ্ত কর্মী এবং তাঁদের পরিবারের নির্ভরশীল সদস্যদের নিখরচায় বা স্বল্প মূল্যে উন্নত চিকিৎসার স্বার্থেই গড়ে তোলা হয়েছিল এই পোর্ট হাসপাতাল। এটি কোনও রুগ্‌ণ বা জরাজীর্ণ প্রতিষ্ঠান ছিল না। ১০৪টি শয্যাবিশিষ্ট এই হাসপাতালে রয়েছে আইএসও সার্টিফিকেশন, অত্যাধুনিক আইসিসিইউ, অপারেশন থিয়েটার-সহ সমস্ত ধরনের উন্নত চিকিৎসা পরিকাঠামো। প্রশ্ন উঠছে, এমন একটি সম্পূর্ণ সচল ও উন্নত সরকারি পরিকাঠামোকে কেন আচমকা বেসরকারি মুনাফাখোরদের হাতে তুলে দেওয়া হল? উত্তরটা অত্যন্ত স্পষ্ট— সরকারি সম্পত্তি বেচে কর্পোরেট বন্ধুদের পকেট ভরানোই যে এই সরকারের একমাত্র নীতি!

দীর্ঘদিন ধরেই এই হাসপাতালের বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে হাসপাতালের গেটের বাইরে দলমত নির্বিশেষে একজোট হয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন বামপন্থী, তৃণমূল কংগ্রেস এবং কংগ্রেস প্রভাবিত সমস্ত শ্রমিক ইউনিয়ন। কিন্তু গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কোনও তোয়াক্কা না করেই একতরফাভাবে হাসপাতাল হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করে ফেলল কেন্দ্র। দেওয়ালে সাঁটা সরকারি নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পোর্টের সুবিধাভোগীরা যাতে নির্বিঘ্নে পরিষেবা পান, তার জন্য ১৩ নভেম্বর (১৩.১১.২০২৬) থেকেই একটি হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হচ্ছে। ওয়াকিবহাল মহলের প্রশ্ন, যে শ্রমিকরা নিজেদের রক্ত-ঘাম ঝরিয়ে বন্দর সচল রাখেন, তাঁদের ন্যায্য চিকিৎসার অধিকার কেড়ে নিয়ে কি এখন একটি 'হেল্পলাইন নম্বর' ধরিয়ে দিয়েই হাত ধুয়ে ফেলতে চাইছে কর্তৃপক্ষ? এই হস্তান্তরের ফলে এক ভয়াবহ অনিশ্চয়তার মুখে পড়লেন বন্দর ও পোর্টের হাজার হাজার বর্তমান ও প্রাক্তন কর্মী। বেসরকারি সংস্থা 'চার্নক হসপিটালস'দায়িত্ব নেওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই চিকিৎসার খরচ বহুগুণ বাড়বে। সাধারণ বন্দর কর্মী বা সামান্য পেনশন পাওয়া প্রবীণ নাগরিকদের পক্ষে কি বেসরকারি কর্পোরেট হাসপাতালের সেই ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব হবে? শুধু তাই নয়, চরম অন্ধকারে ডুবে গেল এই হাসপাতালের স্থায়ী চিকিৎসক, নার্স থেকে শুরু করে অসংখ্য চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীর ভবিষ্যৎও।

এয়ার ইন্ডিয়া থেকে শুরু করে একের পর এক লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে জলের দরে বেচে দেওয়ার পর এবার সাধারণ মানুষের মাথার ওপর থাকা সরকারি হাসপাতালের ছাদটুকুও কেড়ে নিচ্ছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। জনগণের করের টাকায় তৈরি, শ্রমিকদের ঘামে গড়ে ওঠা এই বিপুল সরকারি সম্পত্তি যেভাবে চুপিচুপি বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া হলো, তা দেশের শ্রমজীবী মানুষের পিঠে ছুরি মারারই শামিল। কেন্দ্রের এই নগ্ন বিলগ্নীকরণ ও বঞ্চনার রাজনীতির বিরুদ্ধে আগামী দিনে বন্দর শিল্পাঞ্চলে যে আরও বৃহত্তর আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়বে, দেওয়ালের ওই নোটিশটিই যেন তার পূর্বাভাস দিচ্ছে।

৯০ শতাংশই মুসলিম

(প্রথম পাতার পর)
৮৯.৫ শতাংশ মুসলিম।

২০১১ সালের আদমশুমার অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার ২৭ শতাংশ মুসলিম এবং রাজ্যের মোট ভোটারদের মধ্যে তাদের হার প্রায় ২৯ শতাংশ। সংখ্যালঘু জনসংখ্যার হারের ভিত্তিতে নির্বাচনী এলাকাগুলোকে ভাগ করলে বোঝা যায়, যাদের বিরুদ্ধে আপিল করা হয়েছে, তাঁদের ভোট কতটা নির্ণায়ক। যেসব আসনে মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় ৬ শতাংশ, সেখানে যোগ্য বিবেচিত হওয়া ৬০ শতাংশেরও বেশি ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার আপিল করা হয়েছে। যেসব আসনে সংখ্যালঘু জনসংখ্যা প্রায় ১৫ শতাংশ, সেখানে এই হার ৮০ শতাংশেরও বেশি। ১৩৭টি নির্বাচনী এলাকায়, যাদের বিরুদ্ধে আপিল করা হয়েছে তাদের অন্তত ৯০ শতাংশের নাম মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কিত। এক্ষেত্রে ১৬০টি আসন মিলিয়ে মোট ২,৬২,৪১৬ জন মুসলিম নামধারী ভোটারের নাম পুনরায় বাদ দেওয়ার আবেদন করা হয়।

পূর্ব মেদিনীপুরে, যেখানে মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-অষ্টমাংশ মুসলিম, সেখানে যাদের ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে, তাদের মধ্যে নয়-দশমাংশের বেশি মানুষের নাম মুসলিম সম্প্রদায়ের।

মুর্শিদাবাদে, যেখানে মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় ৬০ শতাংশ, সেখানে যাদের নাম বাদ দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে, তাদের মধ্যে ৯৮.২ শতাংশের নাম মুসলিম সম্প্রদায়ের। এখানে ব্যবধানটি কম হওয়ার একমাত্র কারণ হল, সেখানকার জনসংখ্যার বড় অংশই মুসলিম। তবে এমন কিছু নির্বাচনী কেন্দ্রও রয়েছে যেখানে যাদের নাম বাদ দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে, তাদের সবার নাম মুসলিম নয়। মূলত যেসব এলাকায় মুসলিম জনসংখ্যা খুবই কম, সেখানে এই প্রক্রিয়ার আওতায় অন্য সম্প্রদায়ের মানুষও অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। তবুও, এসব কেন্দ্রেও মুসলিম নামধারী ভোটারদের বিরুদ্ধে নাম বাদ দেওয়ার আবেদনের হার তাদের প্রকৃত জনসংখ্যার অনুপাতের তুলনায় অনেক বেশি।

নদিয়ার মতুয়া-অধ্যুষিত এলাকার কৃষ্ণগঞ্জ কেন্দ্রে— যা তফসিলি জাতিভুক্তদের জন্য সংরক্ষিত— যাদের নাম বাদ দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে, তাদের মধ্যে ৬.৫ শতাংশ মুসলিম নামধারী; যা ওই এলাকায় মুসলিম জনসংখ্যার হার ৫.৭ শতাংশের চেয়ে কিছুটা বেশি। অন্যান্য জায়গায় এই ব্যবধান অনেক বেশি। যাদবপুরে, যেখানে মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় ১ শতাংশ, সেখানে যাদের নাম বাদ দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে, তাদের মধ্যে ১৪.২ শতাংশের নাম মুসলিম— যা তাদের জনসংখ্যার অনুপাতের তুলনায় ১২ গুণেরও বেশি। নয়াগ্রামে এই হার ১৭.১ শতাংশ। বিধাননগর ও হাবিবপুরে এই হার মুসলিম জনসংখ্যার অনুপাতের প্রায় চার গুণ। দার্জিলিং, কার্শিয়াং ও কালিম্পংয়ের মতো পাহাড়ি নির্বাচনী কেন্দ্রগুলোতে মুসলিম নাম এবং নাম বাদ দেওয়ার আবেদনের মধ্যে প্রায় মিলই পাওয়া যায়নি।

মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে

(প্রথম পাতার পর)
পুলিশের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। বিধায়কের বক্তব্য, গত ১১ নভেম্বর প্রশাসন তাঁর নিরাপত্তারক্ষীদের সরিয়ে নেওয়ার পর ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাসের মতো তাঁকেও মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করা হতে পারে বলে তিনি প্রবল আশঙ্কা প্রকাশ করছেন।

হাইকোর্টে দায়ের করা আবেদনে তিনি দাবি করেছেন যে, গত ২ নভেম্বর ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার সুপারের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তাঁকে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর ধৃত আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে বয়ান দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল।

বিধায়কের দাবি, তাঁর এই রাজনৈতিক অবস্থান বদলের কারণেই প্রতিহিংসামূলকভাবে তাঁর নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে এবং তাঁকে ফাঁসানোর চেষ্টা চলছে। নিরাপত্তা প্রত্যাহার, গ্রেফতারির আশঙ্কা এবং টাকা উদ্ধারের নেপথ্যে থাকা প্রকৃত সত্য উদঘাটনের লক্ষ্যেই এবার কলকাতা হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ ও সিবিআই তদন্তের দাবি জানালেন তিনি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

14 November, 2026 • Saturday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
১৪ নভেম্বর ২০২৬
শনিবার

উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদে মর্মান্তিক ঘটনা। খেলতে গিয়ে পুকুরের জলে ডুবে মৃত্যু হল ১৪ মাসের শিশুর। দেহ উদ্ধারের পরই এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া

চিকিৎসকহীন রামশাই স্বাস্থ্যকেন্দ্র সমস্যায় ময়নাগুড়ির বাসিন্দারা

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : বিজেপির রাজত্বে তলানিতে স্বাস্থ্যব্যবস্থা। নেই চিকিৎসক, সঠিক পরিকাঠামো এরফলে সমস্যায় পড়ছেন রোগিরা। ময়নাগুড়ি ব্লকের রামশাই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক না থাকার অভিযোগে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। গত দু'দিন ধরে হাসপাতালে কোনও চিকিৎসকের উপস্থিতি না থাকায় চিকিৎসা পরিষেবা কার্যত লাটে উঠেছে, যার ফলে দূরদূরান্ত থেকে আসা রোগীরা চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত দু'দিন ধরে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তার না থাকায় প্রতিদিন বহু মানুষ চিকিৎসা না পেয়েই হতাশা নিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। জরুরি পরিস্থিতিতেও সঠিক চিকিৎসা বা রেফার



করার মতো ন্যূনতম ব্যবস্থা না থাকায় গ্রামীণ এলাকার স্বাস্থ্য পরিষেবা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। ভুক্তভোগী রোগীদের একজন, বনমালী রায় ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, রোগীর জটিল শারীরিক পরিস্থিতিতেও চিকিৎসকের দেখা মেলেনি, যা অত্যন্ত অমানবিক ও উদ্বেগজনক। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেও মেলেনি কোনো সুরাহা। এদিকে, এই প্রশাসনিক গাফিলতির বিষয়ে বক্তব্য জানতে ময়নাগুড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর তরফ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। রামশাইয়ের মতো গ্রামীণ এলাকার সাধারণ মানুষের মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে অবিলম্বে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়মিত চিকিৎসক নিয়োগ এবং পরিষেবা স্বাভাবিক করার জোর দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

বকেয়া ৬ টাকার জন্য গাছ ব্যবসায়ীকে বোতল ভেঙে খুন



প্রতিবেদন : মাত্র ৬ টাকা বকেয়া থাকাকে কেন্দ্র করে এক ব্যক্তিকে মদের বোতল দিয়ে মাথায় আঘাত করে খুনের অভিযোগ উঠল। উত্তর দিনাজপুরজেলার রায়গঞ্জ শহর সংলগ্ন বারদুয়ারি হাট এলাকার এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতের নাম তারক বর্মন (৪২)। তিনি পেশায় চারা গাছ ব্যবসায়ী ছিলেন এবং তাঁর বাড়ি রায়গঞ্জ থানার অধীনস্থ শীতগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের বরুই গ্রামে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বারদুয়ারি হাটে সবজি কেনাকাটা করতে গিয়েছিলেন তারকবাবু। সেখানে সবজির মোট দাম হয়েছিল ৩৬ টাকা। তিনি ৩০ টাকা মিটিয়ে বাকি ৬ টাকা পরে দেওয়ার কথা বলে বেরোনোর সময় বিবাদের সূত্রপাত হয়। অভিযোগ, সবজি বিক্রেতা বালক বর্মন আচমকাই কাছে থাকা মদের বোতল দিয়ে তারকের মাথায় আঘাত করে। ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন তিনি। আশঙ্কাজনক অবস্থায় পরিবারের সদস্যরা তারককে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করান। চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার সকালে হাসপাতালের সার্জিক্যাল বিভাগে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় মৃতের স্ত্রী ময়না বর্মন রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযুক্তের কড়া শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি। অভিযোগ পাওয়ার পরই রায়গঞ্জ থানার পুলিশ শহরের মধুপুর সংলগ্ন ভট্টদিঘি এলাকার বাসিন্দা অভিযুক্ত সবজি বিক্রেতা বালক বর্মনকে গ্রেফতার করে। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ধারায় খুনের মামলা রুজু করা হয়েছে। বিকেলে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বলে জানান সরকারি আইনজীবী অতনু দাস।

কুলিক নদী থেকে ভেসে এল ধর্মীয় প্রতীক খোদাই করা কাঠ!

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : নদী থেকে ভেসে এল এক টুকরো কাঠ। জলের নিচ থেকে তুলে এনে তার গা থেকে জমানো শেওলা ও ময়লা পরিষ্কার করা হলো, চোখ কপালে ওঠার জোগাড় স্থানীয়দের! কাঠ খোদাই করে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম এবং শিবলিঙ্গের মতো একাধিক পবিত্র প্রতীক। আর এই অদ্ভুত কাঠের



টুকরোকে ঘিরেই শুক্রবার দুপুরে চরম চাঞ্চল্য ছড়াল রায়গঞ্জের বন্দর শ্মশানঘাট এলাকায়। আসন্ন ছটপুজোকে সামনে রেখে এদিন কুলিক নদী পরিষ্কারের কাজ চালাচ্ছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। কালীপুজোর বিসর্জন দেওয়া বিভিন্ন কাঠামো ও জঞ্জাল সরানোর সময়ই জলের গভীর থেকে উদ্ধার হয় এই রহস্যময় কাঠের অংশটি। হাতে পেতেই স্থানীয়দের নজরে আসে তার গায়ে খোদাই করা প্রাচীন ধারার শিল্পকলা ও ধর্মীয় প্রতীকগুলি। মুহূর্তের মধ্যে খবরটি চাউর হতেই কুলিক নদীর ঘাটে কৌতূহলী মানুষের স্রোত নামে। জলের নিচে কীভাবে এল এই কাঠের টুকরো? এটি কি কোনো পুরোনো মন্দিরের অংশ, নাকি বিসর্জন দেওয়া কোনো প্রাচীন কাঠামোর অবশিষ্টাংশ—তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে বিভিন্ন মহলে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের প্রবল বিশ্বাস, এই কাঠের টুকরোটির সঙ্গে গভীর কোনো আধ্যাত্মিক যোগ রয়েছে। তাই নদীঘাট থেকে সযত্নে সেটিকে তুলে এনে এলাকারই একটি মন্দিরে স্থাপন করা হয়েছে। শুরু হয়েছে পুজো-অর্চনাও। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এই কাঠের টুকরোটির গঠনশৈলী অনেকটাই রায়গঞ্জের ঐতিহ্যবাহী 'চড়ক পুজোর পাটঠাকুর'-এর সঙ্গে মেলে। যেহেতু এই অঞ্চলে চড়ক পুজোর বিশেষ প্রচলন রয়েছে, তাই স্থানীয় বাসিন্দাদের বড় একটি অংশের ইচ্ছা—এই রহস্যময় কাঠটিকে 'পাটঠাকুর' হিসেবেই প্রতিষ্ঠা করে নিয়মনিষ্ঠা মেনে পুজো করা হোক।

ফের দুর্ঘটনা মাথাভাঙায় গুরুতর আহত দুই যুবক

সংবাদদাতা কোচবিহার : ফের পথ দুর্ঘটনা মাথাভাঙায়। ডাকঘরা থেকে জটামারির দিকে যাওয়ার পথে একটি মোটরবাইকের সঙ্গে উল্টো দিক থেকে আসা সাদা ইলেকট্রিক টোটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হলেন দুই যুবক। দুর্ঘটনার জেরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়দের তৎপরতায় রক্তাক্ত অবস্থায় দুই বাইক আরোহীকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় মাথাভাঙা হাসপাতালে। বর্তমানে সেখানেই তাঁদের চিকিৎসা চলছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাইকটি চালাচ্ছিলেন সঞ্জয় বর্মন (২৭)। তাঁর পিছনে বসেছিলেন একই এলাকার বাসিন্দা কৃষ্ণ বর্মন (৩৫)। ডাকঘরা থেকে জটামারির দিকে যাচ্ছিলেন তাঁরা। আহতদের দাবি, বাইকের গতি খুব বেশি ছিল না। ঘণ্টায় প্রায় ২০ থেকে ৩০ কিলোমিটার বেগে বাইকটি চলছিল। সেই সময় উল্টো দিক থেকে দ্রুতগতিতে আসা একটি সাদা মাহিন্দ্রা ইলেকট্রিক টোটো তাঁদের বাইকে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের অভিঘাত এতটাই জোরালো ছিল যে বাইক থেকে ছিটকে রাস্তায় পড়ে যান দুই যুবক। দুর্ঘটনায় বাইকচালক সঞ্জয় বর্মনের মাথায় হেলমেট থাকায় তাঁর আঘাত তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু পিছনে বসে থাকা কৃষ্ণ বর্মনের মাথায় হেলমেট ছিল না। ফলে দুর্ঘটনার অভিঘাতে তাঁর মুখের বিভিন্ন অংশে গুরুতর আঘাত লাগে। চিকিৎসকদের প্রাথমিক চিকিৎসার সময় তাঁর মুখে একাধিক জায়গায় মিলিয়ে প্রায় ২০টি সেলাই দিতে হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি বুকে আঘাত লেগেছে বলেও জানান আহত কৃষ্ণ বর্মন। তবে প্রাথমিকভাবে তাঁর হাত-পা ভাঙার খবর মেলেনি।

হেডলাইটের আলো পড়তেই জ্বলজ্বল করে উঠল দুটো চোখ!

কনক অধিকারী • জলপাইগুড়ি

ডুয়ার্সের জঙ্গলঘেঁষা জনবহুল রাস্তায় ফের বন্যপ্রাণীর প্রত্যক্ষ দর্শন ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। চা-বাগানের গা ঘেঁষা একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা দিয়ে রাতে বাড়ি ফেরার সময় হেডলাইটের আলোয় চিতাবাঘ দেখতে পান স্থানীয় কয়েকজন তরুণ। ঝোপের আড়ালে চিতাবাঘের এই উপস্থিতি সামনে আসতেই এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঘটেছে মাটিয়ালি ব্লকের বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম বাতাবাড়ি এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ওই রাস্তাটি দিয়ে দিনরাত সর্বক্ষণ সাধারণ মানুষ ও পথচারীরা যাতায়াত করেন। রাতে এলাকার কয়েকজন তরুণ বাইকে করে ওই পথ ধরে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় বাতাবাড়ি চা-বাগানের ৯ নম্বর সেকশনের কাছাকাছি পৌঁছাতেই বাইকের হেডলাইটের আলোয় রাস্তার ধারের চা-গাছের ফাঁকে কিছু একটা নড়তে দেখেন তাঁরা। কাছে গিয়ে ভালো করে লক্ষ্য করতেই তাঁদের চক্ষু চড়কগাছ! চা-বাগানের ফাঁকে ঘাপটি মেরে বসে রয়েছে একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ। আচমকা এই দৃশ্য দেখে ভয়ে থমকে যান বাইকচালকরা। ভয়ে কেউ আর সামনে এগোনোর সাহস পাননি। চরম আতঙ্ক ও ঝুঁকির মধ্যেই মোবাইল ফোনের ক্যামেরায় সেই মুহূর্তের দৃশ্য বন্দি করেন তাঁরা। এরপর কিছু সময় পর চিতাবাঘটি নিজেই ধীরে ধীরে চা-



বাগানের আরও গভীরে অন্ধকার ও জঙ্গলের দিকে চলে যায়। ততক্ষণে তরুণরা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে সেখান থেকে বাড়ি ফিরে আসেন। পরবর্তীতে তাঁদের মোবাইলে ধারণ করা সেই ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই মুহূর্তে তা ভাইরাল হয়ে যায়। ভিডিওটি প্রকাশ্যে আসতেই পশ্চিম বাতাবাড়ি এবং তার আশেপাশের গ্রামগুলিতে চরম আতঙ্ক ও ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। উল্লেখ্য, ডুয়ার্সের বিভিন্ন চা বাগান ও জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় চিতাবাঘের অবাধ বিচরণ নতুন কিছু নয়। এর আগেও বহুবার চা বাগান থেকে চিতাবাঘ উদ্ধার বা তাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। তবে এবার জনবহুল ও গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার ঠিক পাশেই চিতাবাঘের এই হানা সাধারণ মানুষের নিরাপত্তাকে একপ্রকার প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। রাতের অন্ধকারে ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে বড়সড় বিপদের আশঙ্কা করছেন এলাকাবাসী।

৮
১৪ নভেম্বর ২০২৬
শনিবার

আমার বাংলা

14 November, 2026 • Saturday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল



তীর্থযাত্রায় বিঘ্ন, পুরীগামী বাসে দুর্ঘটনায় আহত ১৬ জন যাত্রী

প্রতিবেদন : পুরী যাওয়ার পথে ভয়াবহ দুর্ঘটনার শিকার যাত্রী-বোঝাই বাস। আহত একাধিক যাত্রী। ওড়িশার জাজপুর জেলার বড়াচনা থানার কাছে ঘটেছে দুর্ঘটনাটি। বাসটিতে ছিলেন এ রাজ্যের তীর্থযাত্রীরা। বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে খবর।

পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর থেকে প্রায় ৫৫ জন তীর্থযাত্রীকে নিয়ে বাসটি পুরীর উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল। শুক্রবার ভোররাতে বাসটি ওড়িশার জাজপুর জেলার বড়চানা থানা এলাকা অতিক্রম করার সময় আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। সেই সময় ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি পণ্যবাহী ট্রাকের পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে বাসটি। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে বাসটির সামনের অংশ সম্পূর্ণ দুমড়েমুচড়ে যায়। বিকট শব্দ শুনে



দুর্ঘটনাগ্রস্ত পুরীগামী বাস।

এবং যাত্রীদের চিৎকার শুনে প্রথমে স্থানীয় বাসিন্দারাই উদ্ধারকাজে হাত লাগান। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বড়চানা থানার পুলিশ ও দমকল বাহিনী। গ্যাস কাটারের সাহায্যে বাসের সামনের অংশ কেটে ভিতরে আটকে পড়া যাত্রীদের উদ্ধার করা হয়। আহত ১৬ জনকে তড়িঘড়ি স্থানীয় বড়চানা ও জাজপুর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। পরবর্তীতে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় গুরুতর জখম দু'জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কটকের এসসিবি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ভোরের দিকে চালকের চোখে ঘুম চলে আসায় অথবা ঘন কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কমে যাওয়াতেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। দুর্ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণ জাতীয় সড়কে যান-চলাচল ব্যাহত হয়। পরে পুলিশ ক্রেনের সাহায্যে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটিকে সরিয়ে নিয়ে গেলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসনের তরফে ওড়িশা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে আহতদের চিকিৎসার খোঁজখবর নেওয়া শুরু হয়েছে।

ভাইফোঁটা সেরে বাড়ি ফেরার পথে ট্রেনে কাটা মা ও মেয়ের

প্রতিবেদন : ভাইফোঁটা সেরে মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন মা। বর্ধমান স্টেশনে রেললাইন পার হতে গিয়ে দুজনেই কাটা পড়লেন। ডাউন আসানসোল-শিয়ালদহ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস খণ্ড-বিখণ্ড করে দিল মা ও মেয়েকে। মৃতেরা হলেন পূজা দাস ও তাঁর মেয়ে পল্লবী। পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোটের শিমুলিয়ার বাসিন্দা। ভাইফোঁটায় পূজা মেয়েকে নিয়ে গলসির খানো নামাপাড়ায় বাপেরবাড়ি গিয়েছিলেন। শুক্রবার সকালে সেখান থেকেই ফিরছিলেন তাঁরা। মা ও মেয়ে খানা জংশনে রেললাইন পেরনোর সময় সিগনাল খেয়াল করেননি। লাইন পেরনোর আগেই ডাউন আসানসোল-শিয়ালদহ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস হুড়মুড় করে এসে পড়ে। ওঁরা সরে যেতে পারেননি। ট্রেনের ধাক্কায় দুজনেরই মৃত্যু হয়।

বর্ধমান স্টেশনের জিআরপি পরিবারের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করে। মৃতার স্বামী বাপি দাস এবং ভাই ছোটন ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ দু'টি শনাক্ত করেন। এরপর জিআরপি ময়নাতদন্তে পাঠায়। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে ময়নাতদন্তের পর দেহ দু'টি পরিবারের হাতে দেওয়ার কথা। এই ঘটনায় শোকস্তব্ধ নিহত মা ও মেয়ের পরিবারের লোকজন। গ্রামে যেন শ্মশানের নিস্তব্ধতা।

পুরুলিয়া মেডিক্যালে নার্সদের দুর্ব্যবহার

প্রতিবেদন : রাজ্যে স্বাস্থ্যব্যবস্থা শোচনীয়। বছর পঁয়ত্রিশের এক মহিলা ডাক্তার দেখাতে গিয়েছিলেন পুরুলিয়া মেডিক্যাল কলেজে। পুরুলিয়া-১ ব্লকের গাড়াফুসড় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা। পরিজনদের অভিযোগ, দুই মহিলা চিকিৎসক তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন। প্রথমে বলা হয়, পরে যেতে। কারণ 'টি ব্রেক'। মিনিট কয়েক পরে গেলে এক মহিলা চিকিৎসক বলেন, আপনার রোগী কি মরে যাচ্ছে? দেখছেন না, চা খাচ্ছি? সহকর্মী মহিলা চিকিৎসক বলেন, 'যান, ইচ্ছা করেই এবার দেরি করব। আপনার রোগীকে শেষে দেখব!' এমন ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ পরিজনেরা রোগীকে নিয়ে বেরিয়ে আসেন।

সোনার দুলের লোভে নাবালিকাকে শ্বাসরোধ করে খুন করল এক কিশোরী

সংবাদদাতা, নওদা : নিখোঁজ এক নাবালিকার মৃতদেহ উদ্ধার হল নওদা থানার বালি গ্রামের মধ্যমপাড়া এলাকায়। কানে সোনার দুল, গলায় এবং হাতের রুপোর মালা এবং বালার লোভে ওই নাবালিকাকে খুন করেছে পাশের বাড়ির কিশোরী বলে অভিযোগ উঠল। বৃহস্পতিবার গভীর রাত্রে ওই কিশোরীর বাড়ির চৌকির তলা থেকে ৯ বছরের ওই বালিকার মৃতদেহ উদ্ধার করে নওদা থানার পুলিশ। মৃতের নাম মল্লিকা খাতুন। নিহত ওই ছাত্রীর কাকা আজিজুল শেখ বলেন, বৃহস্পতিবার সকাল দশটার সময় ওই নাবালিকার মা এবং বাবা চিকিৎসার কারণে বাইরে গিয়েছিলেন। বাড়িতে একাই ছিল ওই বালিকা। তৃতীয় শ্রেণির ওই ছাত্রীকে পাশের বাড়ির এক কিশোরী খেলার



নিহত বালিকা মল্লিকা।

ছলে নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়েছিল। এরপর থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় ওই নাবালিকা। বৃহস্পতিবার বিকেল নাগাদ বাড়িতে ফিরে এসে মল্লিকাকে খুঁজে না পেয়ে নওদা থানায় মিসিং ডায়েরি করেন পরিবারের লোকজন। এর পর পুলিশ ওই বালিকার খোঁজ শুরু করে। রাত্রি বারোটার পর পাশের বাড়ির ওই কিশোরীর ঘরের চৌকির তলা থেকে মল্লিকার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ওই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে ওই কিশোরীকে। ওই কিশোরীর মা ভিন রাজ্যে কাজ করেন, বাবা নেই। ফলে একাই থাকত বাড়িতে। তার ঘর থেকে নিহত বালিকার সোনার কানের দুল এবং হাতের ও গলার রুপোর গহনা উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোনার দুলের লোভেই খুন, না অন্য কারণ খোঁজ করছে পুলিশ।

চাপে পড়ে আবাসের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা ১৮৭০ জনকে



সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : বাংলার বাড়ি-র নামে রাজ্যবাসীকে মাথার উপরের ছাদের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল আগের সরকার। কেন্দ্র চক্রান্ত করে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। তার পরেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের নিজের তহবিল থেকে টাকা দিয়ে গিয়েছেন। নতুন সরকার গঠনের পর আবাস যোজনার টাকা দেওয়া নিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ বাড়ছিল। সেই চাপেই ইন্দাস ব্লকে পশ্চিমবঙ্গ আবাস যোজনার দ্বিতীয় কিস্তির আর্থিক অনুদান প্রদান অনুষ্ঠান হল। উপকৃত হলেন ১৮৭০ জন। মুখ্যমন্ত্রীর ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে দ্বিতীয় কিস্তির আর্থিক অনুদান প্রদান করা হল ইন্দাস সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের দফতরে। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাজ্যের পাশাপাশি ইন্দাস ব্লকের মোট ১,৮৭০ জন উপভোক্তা আবাস যোজনার দ্বিতীয় কিস্তির আর্থিক অনুদান পেলেন। ছিলেন ইন্দাসের বিডিও জুপিটার বন্দ্যোপাধ্যায়, যুগ্ম বিডিও রক্ষাকর মণ্ডল প্রমুখ। ভার্চুয়াল মাধ্যমে এই আর্থিক অনুদান প্রদান কর্মসূচির সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে আবাস যোজনার উপভোক্তাদের সংবর্ধনাজ্ঞাপন করা হয় এবং তাঁদের হাতে দ্বিতীয় কিস্তির আর্থিক অনুদানের চেক তুলে দেওয়া হয়। অনুদান পেয়ে উপভোক্তারা খুশি।

বিদ্যুৎ বিল বকেয়া, বেহাল শৌচালয় কাঁকড়াঝোরে-আসা পর্যটকেরা সমস্যায়

প্রতিবেদন : পর্যটকদের জন্য তৈরি হয়েছিল শৌচালয়। সেই শৌচালয় এখন ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে রয়েছে। ফলে কাঁকড়াঝোরে বেড়াতে আসা পর্যটকেরা পড়ছেন মহা সমস্যায়। জানা গেল, বিলবাবদ পাওনা বকেয়া থাকায় বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে বিদ্যুৎ সংযোগ।



ফলে পাম্প চলছে না। আর পাম্প না চলায় জলও উঠছে না। আগের সরকারের আমলে, ২০২২-২৩ অর্থ বর্ষে ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের ৩ লক্ষ ৯৮ হাজার ৫০০ টাকা খরচ করে বন দফতরের উদ্যোগে পর্যটকদের জন্য শৌচালয়টি তৈরি করা হয়েছিল। ঝাড়গ্রাম বন বিভাগের ভুলাভেদা রেঞ্জের আওতায় যৌথ বন ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যকে ওই শৌচালয় চালানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়। অভিযোগ, রাজ্যে পালাবদলের পরই আর্থিক সমস্যা শুরু হয়েছে। অগত্যা 'পে অ্যান্ড ইউজ' শৌচালয় চালু হয়। তার পরেও নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল জমা না দেওয়ায় প্রায় তিন হাজার টাকা বিদ্যুৎ বিল বকেয়া পড়ে যায়। সেই টাকা না মেটানোয় বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন করে দেয় বিদ্যুৎ দফতর। বেড়াতে আসা পর্যটকেরা শৌচালয় ব্যবহার করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন। কাঁকড়াঝোরের আরতি সিং বলেন, পর্যটকদের কথা ভেবে শৌচালয়টি দ্রুত চালু করা উচিত। ঝাড়গ্রাম বন বিভাগের এক আধিকারিক বলনে, যৌথ বন ব্যবস্থাপনা কমিটির এক সদস্যকে শৌচালয়টি চালানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। বিদ্যুৎ বিল না দেওয়ায় বিদ্যুৎ পরিষেবা বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। শিগগির তা ব্যবহারের উপযুক্ত করা হবে।

চিকিৎসা-গাফিলতিতে সদ্যোজাতর মৃত্যু অভিযোগ নবদ্বীপের নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে

সংবাদদাতা, নদিয়া : রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, সঙ্গে নজরদারিও। তার জেরেই একের পর এক হাসপাতালে ঘটছে অঘটন। সাম্প্রতিক সমস্যা নবদ্বীপে। প্রসবের পর সুস্থ ছিল মা ও সদ্যোজাত। অথচ কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে অসুস্থ হয়ে পড়া শিশুকে একের পর এক হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও শেষরক্ষা হল না! সদ্যোজাতের মৃত্যুতে চিকিৎসায় গাফিলতি ও প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর অভাবের অভিযোগ উঠল নবদ্বীপের মতিরায়ের বাঁধ রোড এলাকার একটি নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে। মৃত শিশুর পরিবারের অভিযোগ, সময়মতো উপযুক্ত চিকিৎসা ও চিকিৎসকের তত্ত্বাবধান না পাওয়ার কারণেই তাঁদের সন্তানকে হারাতে হয়েছে। পূর্ব বর্ধমান জেলার পারুলিয়া সাহাপাড়ার বাসিন্দা রুদ্রপ্রসাদ সাহার স্ত্রী ঈশিকা ধরকে চলতি সপ্তাহের সোমবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ ভর্তি করা হয় ডাঃ কে পি দাসের তত্ত্বাবধানে। রাত ১০টা ১৩ মিনিটে একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেন ঈশিকা। পরিবারের দাবি, জন্মের পর মা ও সদ্যোজাত সুস্থ ছিল। পরদিন সকাল সাড়ে সাতটা পর্যন্ত শিশুটি স্বাভাবিক ছিল বলে তাঁদের জানানো হয়েছিল। এরপরই নার্সিংহোম থেকে ফোন করে জানানো হয়, শিশুটিকে খাওয়ানোর সময় তার শ্বাসনালীতে খাবার আটকে গিয়েছে। অভিযোগ, সেই সময় নার্সিংহোমে চিকিৎসক ছিল না। কর্তব্যরত আয়ারাই পাম্পের সাহায্যে চেষ্টা করছিলেন। পরিস্থিতি নাগালের বাইরে গেলে প্রথমে নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে, পরে কৃষ্ণনগরের বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে দু'দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর শিশুটির মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের কথা জানানো হয়। অবস্থার আরও অবনতি হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তাকে কৃষ্ণনগর সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু এদিন দুপুর ২টো ১০ মিনিটে মৃত্যু হয় সদ্যোজাতের।

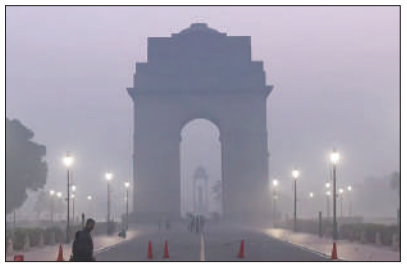
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

প্রতিবেশীর দেওয়া রসগোল্লা আনন্দ করে মুখে পুরেছিলেন ৩৫ বছরের যুবক রাজেন্দ্র বরৌতিয়া। কামড় দিতেই বিস্ফোরণ। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল মুখ। পরে জানা গেল, রসগোল্লার মধ্যে শুয়োর মারার দেশি বোমা পুরে রেখেছিল প্রতিবেশী। মধ্যপ্রদেশের ডিন্ডৌরির ঘটনা

দীপাবলির ৫ দিন পরেও আরও ভয়াবহ দিল্লি

রাজধানীর দূষণে বাড়ছে হৃদরোগ ফুসফুসের ক্যানসারের আশঙ্কা

নয়াদিল্লি: উন্নতির লক্ষণ তো দূরের কথা, দীপাবলির ৫ দিন পরে আরও জটিল এবং ভয়াবহ হয়ে উঠছে দিল্লির দূষণ পরিস্থিতি। সবচেয়ে আশঙ্কার কারণ, বাতাসের অতিসূক্ষ্ম বস্তুকণা বা পিএম ২.৫ এর মাত্রা দাঁড়িয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্ধারিত নিরাপদ সীমার ২০ গুণ বেশি। শুক্রবার সকালে আরও অবনতি হয়েছে দূষণ পরিস্থিতির। এতটাই অবনতি যে হৃদরোগ, স্ট্রোক, এমনকী ফুসফুসের ক্যানসারের ঝুঁকিও বাড়িয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ রাজধানীতে পিএম ২.৫ এর মাত্রা প্রতি ঘনমিটারে দাঁড়িয়েছে ২৯৬ মাইক্রোগ্রামে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই পিএম ২.৫ কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। এই কণাগুলি নিশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসের গভীরে প্রবেশ করে দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির কারণ হতে পারে। রক্তে মিশে গিয়ে ডেকে আনতে পারে মৃত্যুও। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিকা বলছে, ২৪ ঘণ্টায় গড়ে পিএম ২.৫



হু-নির্ধারিত বিপদসীমার ২০ গুণ বিষাক্ত বাতাস

এর মাত্রা প্রতি ঘনমিটারে ১৫ মাইক্রোগ্রামের বেশি হওয়া উচিত নয়। সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের পরিসংখ্যানের দাবি, সামগ্রিক বায়ু গুণমান সূচক বা একিউআই ৪০০-র সীমা ছাড়িয়ে প্রবেশ করেছে সিভিয়ার শ্রেণিতে। সাধারণভাবে যাকে বলা যেতে পারে তীব্র। গভীর দুশ্চিন্তার বিষয়, রাজধানীর বেশ কিছু এলাকায় একিইউ প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে ৫০০-র কোটা।

এই মারাত্মক দূষিত বাতাস শুধুমাত্র শ্বাসনালীর অস্বস্তি, অ্যাজমা বা অন্যান্য শ্বাসকষ্টজনিত রোগের বৃদ্ধিকেই উৎসাহ জোগায় না, হৃদরোগ, স্ট্রোক, ফুসফুসের রোগ, এমনকি ফুসফুসের ক্যানসারের ঝুঁকিও বাড়িয়ে দেয় বহুগুণ।

এটা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না যে রাজধানীর এই বিপজ্জনক দূষণের নেপথ্যে পাঞ্জাব-হরিয়ানার ফসলের গোড়া পোড়ানো ধোঁয়া। তারসঙ্গে মিশেছে দেওয়ালির বাজি এবং যানবাহনের লাগামছাড়া ধোঁয়া। কিন্তু রাজধানীর ভূপৃষ্ঠের কাছে বাতাসের গতিবেগ কম থাকায় সমস্যা সমাধানের পথ রুদ্ধ। সহজে ছড়িয়ে বা পাতলা হয়ে মিশে যেতে পারছে না দূষিত কণাগুলো। স্বাভাবিকভাবেই আরও জটিল হচ্ছে রাজধানীর দূষণের ভয়াবহতা।

রেকর্ড ভাঙল ক্ষুদ্র মুদ্রাস্ফীতি

উৎসবের মরশুমেই লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি

নয়াদিল্লি : সরকারি তথ্যেই স্পষ্ট আর্থিক পরিস্থিতির ভয়াবহতা। আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি।আর তার হাত ধরে মুদ্রাস্ফীতি। উৎসবের মরসুম কাটতে না কাটতেই চরম দুশ্চিন্তা। সরকারি তথ্যেই স্বীকার করা হয়েছে পরিস্থিতির ভয়াবহতা। এদিকে চাকরি-ব্যবসায় প্রবল মন্দা। নাজেহাল মধ্যবিত্ত। বিগত কয়েক বছর ধরেই বাজারে অগ্নিমূল্য পরিস্থিতি। এবার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সহনশীলতা বা আপার টলারেন্সের মাপকাঠিও পার করে ফেলল দেশের মূল্যবৃদ্ধি। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, এবারে মূল্যবৃদ্ধির আঁচ শহরের তুলনায় অনেক বেশি গ্রামে। অক্টোবরে শহরে খুচরো মুদ্রাস্ফীতির হার যেখানে ৫.৪১ শতাংশ, গ্রামে সেই হার ৬.৬৩ শতাংশ। অথচ সেদিকে হুঁশই নেই মোদি-শাহর দলের। বিজেপি সরকার



এসআইআর, বিরোধীদের কণ্ঠরোধ, ভোটচুরিতেই ব্যস্ত। মূল্যবৃদ্ধি, বেকার সমস্যা থেকে নজর এড়াতে সাধারণ মানুষকে ব্যতিব্যস্ত রাখতে চাইছে মোদি সরকার।

লক্ষণীয়, গত দুই বছরে এই প্রথমবার আপার টলারেন্সের মাপকাঠি পার হল। সহনশীলতার মাত্রা যেখানে ৬ শতাংশ সেখানে অক্টোবর মাসেই উৎসবের মরশুমে মূল্যবৃদ্ধির সূচক ছিল ৬.৯ শতাংশ। পুজোর সময়েও খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির হার অনেকটাই বেড়েছে। বিশেষ করে পিঁয়াজ, আদা, রসুনের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় আনাজের দাম আকাশছোঁয়া হয়ে গিয়েছে। আগেই বেড়েছিল চিনির দাম। খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির হার অক্টোবর মাসে পৌঁছে গিয়েছিল ৮.৯৮ শতাংশে। সেপ্টেম্বরে যা ছিল ৭.৭৪ শতাংশ। মূল্যবৃদ্ধির আঁচ কতটা যে পড়েছে সেটা বাজারে গেলে টের পাওয়া যাচ্ছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে পকেট ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। আদার দাম বেড়েছে ৪৮ শতাংশ, পেঁয়াজের দাম বেড়েছে ১১১ শতাংশ এমনকী রসুন ৬০ শতাংশ এবং লেবুর দাম ৪৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর পাশাপাশি চিনি, সর্ষের তেল, গ্যাস— সবকিছুই দাম লাগামছাড়া বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে সার্বিকভাবে মূল্যবৃদ্ধির ঊর্ধ্বমুখী।

বেশ কয়েকমাস ধরে একইরকম দাম রয়েছে বলে জানাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। আয় তো বাড়ছে না, ফলে পরিমাণ কমিয়ে খরচ সামাল দিতে হচ্ছে ক্রেতাদের। সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

ফের রক্তাক্ত মণিপুর, সশস্ত্র হামলায় হত ৪

ইম্ফল : আবার রক্ত ঝরল মণিপুরে। চলন্ত গাড়িতে অতর্কিতে হামলা চালিয়ে ৪ জনকে নৃশংসভাবে খুন করল সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা। নিহতদের মধ্যে দু'জন মহিলা। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে উখরুল জেলায়। দুটি আলাদা গাড়িতে চেপে ইম্ফলের দিকে যাচ্ছিলেন কয়েকজন। সকলেই নাগা সম্প্রদায়ের। ২০২ নম্বর জাতীয় সড়কের উপরে নিউ হেভেন গ্রামের কাছে গাড়ি দুটিতে অতর্কিতে হামলা চালায় সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন ৪ জন। প্রাথমিক তদন্তের পরে পুলিশের ধারণা, হামলাকারীরা কুকি সম্প্রদায়ের। এই ঘটনার পরেই



উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। প্রশাসনের ব্যর্থতার দিকে আঙুল তোলেন সাধারণ মানুষ। লক্ষণীয়, ২০২৩ সালের মে মাসের পর থেকেই জাতিদাঙ্গায় ক্ষতবিক্ষত মণিপুর। মুখে বড় বড় বুলি আউড়েও এই পাহাড়ি রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়েছে কেন্দ্রের মোদি সরকার। চূড়ান্ত ব্যর্থ রাজ্য সরকারও। প্রথমদিকে লাগাতার সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে মেইতেই এবং কুকি সম্প্রদায়ের মধ্যে। পরে দুষ্কৃতীদের লক্ষ্য হয়ে ওঠে নাগা সম্প্রদায়ও। শুক্রবারের ঘটনায় এখনও কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

কাজিরাঙায় ট্রেলার-ট্রাভেলার সংঘর্ষ, হত অন্তত ২৫

কাজিরাঙা: দিনের শেষে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরছিলেন কলেজের পড়ুয়া থেকে শুরু করে নানা পেশার নিত্যযাত্রীরা। কিন্তু বাড়ি ফেরা আর হল না। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন অন্তত ২৫ জন। গুরুতর জখম আরও বেশ কয়েকজন। কন্টেনার বোঝাই ট্রাকে ধাক্কা মারল যাত্রীবাহী ট্রাভেলার। শুক্রবার বিকেলে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার সাক্ষী হল অসমের কাজিরাঙা। জানা গিয়েছে, ওই ট্রাভেলারটিতে নিত্যযাত্রী ও কলেজ ছাত্র, ছাত্রী মিলিয়ে প্রায় ৩৫ জন ছিলেন । দুর্ঘটনার পরেই উদ্ধারের কাজে হাত লাগান স্থানীয় মানুষ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ

বিকেলে ছুটির পর বাড়ি ফিরছিলেন ক্লান্ত কলেজ পড়ুয়ারা





এবং দমকলকর্মীরা। আহদের স্থানীয় কাহরা মডেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বেশ কয়েকজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, যাত্রীবাহী গাড়িটি জোড়হাট থেকে নগাঁওয়ের দিকে যাচ্ছিল । ঠিক সেই সময় ট্রাকটি বিপরীত দিক থেকে জোড়হাটের দিকে আসছিল। রাঙ্গাজানে দু'টি গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ট্রাভেলারে থাকা ছাত্রছাত্রীরা সকলেই নগাঁওয়ের কাজিরাঙা কলেজের।

স্থানীয় প্রশাসনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, দুর্ঘটনায় যাত্রীবাহী গাড়ির চালক আব্দুল মজিদ ও গাড়ির এক কর্মীও নিহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তি নগাঁওয়ের ডিমরুগুড়ির বাসিন্দা বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে । দুর্ঘটনার ফলে প্রায় রাত পর্যন্ত ওই রাস্তায় ব্যাহত হয় যান চলাচল।

দেশ বিদেশ

14 November, 2026 • Saturday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সকে ইরানের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির শর্ত নিয়ে আলোচনার বদলে ঘরোয়া রাজনীতিতে মনোনিবেশ করার পরামর্শ দিলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইরানের আইআরজিসি বাহরিনে মার্কিন রেডারকেন্দ্রে হামলার দাবি করার পরেই এই খবর সামনে আসে

হাসিনার প্রত্যাবর্তন ও আটদফা দাবি

আজ থেকে বাংলাদেশে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি নিচ্ছে 'নিষিদ্ধ' আওয়ামি লিগ

ঢাকা: দেশত্যাগী প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ঘোষণার পর থেকেই রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে বাংলাদেশে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিরও অবনতি হয়েছে। হাসিনা-বিরোধী প্রচার তীব্র করতে এবং নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামি লিগের প্রতি বাংলাদেশের জনসমর্থন রুখতে তারেক রহমান সরকারের বিএনপির সঙ্গে তলায়-তলায় বোঝাপড়া চালাচ্ছে জামাতে ও জাতীয় নাগরিক পার্টি। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক এই বাধার মুখেই এবার সপ্তাহব্যাপী আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করল আওয়ামি লিগ।

শনিবার, ১৪ নভেম্বর থেকে ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত আন্দোলনের নানা কর্মসূচি ঘোষণা করেছে শেখ হাসিনার দল। এই কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য হিসাবে বলা হয়েছে, দেশ বাঁচাতে এবং দেশবাসীকে বাঁচাতে এই আটদফা গণদাবি বাস্তবায়ন করতে হবে। সেইসাথে আগামী ডিসেম্বরে শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করতে হবে। হাসিনার দলের দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল বাতিল, সাজানো রায় ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, আওয়ামী লিগের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া, সকল রাজবন্দির মুক্তি, নিত্যপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ, বন্ধ শিল্পকারখানা চালু করা এবং নাগরিকদের নিরাপত্তা, শিক্ষার্থীদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা। দলের তরফে প্রেসিডিয়াম সদস্য জাহাঙ্গির কবির নানক জানান, শনিবার সারাদেশে আটদফা দাবি সংবলিত লিফলেট বিতরণ, দেওয়াল লিখন, প্রচারণা ও ব্যাপক গণসংযোগ পরিচালনা করা হবে। ১৫ নভেম্বর রবিবার আওয়ামি লিগের সকল সাংগঠনিক ইউনিটে আটদফা দাবির সমর্থনে গণপ্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হবে। ১৬ নভেম্বর সোমবার দেশের



সমস্ত জেলা শাখার উদ্যোগে নিজ নিজ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকার সকল বিদেশি দূতাবাস ও আন্তর্জাতিক সংস্থার কার্যালয়ে আটদফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করা হবে। একইদিনে দলের প্রবাসী শাখাসমূহের উদ্যোগে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস, হাইকমিশন, কনস্যুলেট এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সদর দপ্তরে স্মারকলিপি পেশ করা হবে। ১৭ নভেম্বর মঙ্গলবার ২০২৫ সালের এই দিনে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ঘোষিত সাজানো রায়ের প্রতিবাদ এবং উক্ত রায় ও ট্রাইব্যুনাল বাতিলের দাবিতে 'কালো দিবস' হিসেবে সারাদেশে 'কালো ব্যাজ ধারণ, দলীয় কার্যালয় ও নিধারিত স্থানে কালো পতাকা উত্তোলন এবং বিক্ষোভ' কর্মসূচি পালন করা হবে। ১৯ নভেম্বর বৃহস্পতিবার আটদফা দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সারাদেশে সর্বাত্মক 'সকাল-সন্ধ্যা লকডাউন' কর্মসূচি পালন করা হবে।

লকডাউন উপলক্ষে সমস্ত যানবাহন, দোকানপাট, শিল্প-কলকারখানা, সরকারি-বেসরকারি অফিস, ব্যাংক, আদালত ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার ডাক দেওয়া হয়েছে। তবে জরুরি পরিষেবা হিসেবে অ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিস, সংবাদমাধ্যম, হাসপাতাল ও ওষুধের দোকান লকডাউনের আওতামুক্ত থাকবে এবং এগুলির নির্বিঘ্ন চলাচল নিশ্চিত করতে নেতা-কর্মীদের সহযোগিতাপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

নানক আরও বলেন, বাংলাদেশে আওয়ামি লিগের সর্বস্তরের কর্মী ও সংগঠকদের পাশাপাশি ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনগুলির সর্বস্তরের নেতাকর্মীদের প্রতি বিশেষভাবে এই সাংগঠনিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, দেশ বাঁচাতে, বাংলাদেশের মানুষকে বাঁচাতে কর্মসূচিগুলি সফল করতে আওয়ামী লিগের পক্ষ থেকে দেশবাসীর সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি।

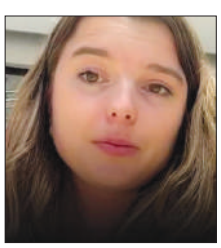
নিউ ইয়র্কে বহুতল ভেঙে মৃত ৮

নিউইয়র্ক: আমেরিকার নিউ ইয়র্কে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল একটি বহুতল! তাতে প্রাণ গেল অন্তত ৮ জনের। ব্রুকলিনের বেডফোর্ড অ্যাভিনিউয়ে আচমকাই ভেঙে পড়ে একটি তিনতলা বাড়ি। ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ১৭ জন। তাঁদের মধ্যে তিনজন দমকলকর্মী রয়েছেন। দুর্ঘটনার পরেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ, দমকল ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। শুরু হয় উদ্ধারকাজ। প্রশাসনের আশঙ্কা, মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, ১৯৩০ সালে তৈরি হয়েছিল বাড়িটি। অর্থাৎ প্রায় ৯৬ বছরের পুরনো ওই ভবনটি হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। ২৬২৫ বেডফোর্ড অ্যাভিনিউয়ে অবস্থিত বাড়িটি পাশের একটি ফাঁকা জমির দিকে ধসে পড়ে। বাড়ি ভেঙে পড়ার অভিঘাতে পাশের ভবনের একটি দেওয়ালও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে ওই বাড়ির কয়েকটি অ্যাপার্টমেন্টের ভিতরের অংশ বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে। কী কারণে এই বিপর্যয়, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে তদন্তে উঠে আসছে পাশের জমিতে নির্মাণকাজের বিষয়টি। নিউইয়র্ক সিটির কমিশনার আহমেদ তিগানি জানিয়েছেন, পাশের ফাঁকা জমিতে নতুন ভবন তৈরির জন্য খননকাজ চালাচ্ছিলেন শ্রমিকরা।

মোদিকে অস্বস্তিকর প্রশ্ন করার জের?

ভিসা বাতিল নরওয়ের সাংবাদিকের



অসলো: ছ'মাস আগে নরওয়ে সফরের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে জানতে চেয়েছিলেন তিনি কেন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন না। বিদেশ সফরে গিয়ে সেই প্রশ্নের মুখে প্রবল অস্বস্তিতে পড়ে জবাব না দিয়ে এড়িয়ে যান মোদি। নরওয়ের সেই সাংবাদিকের ভারতীয় ভিসা এবার বাতিল করার অভিযোগ উঠল বিদেশ মন্ত্রকের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিয়োবার্তা পোস্ট করে এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুলেছেন নরওয়ের সাংবাদিক হেলে লিং স্নেনসেন।

লিং জানিয়েছেন, তেলঙ্গানা সরকারের আয়োজনে হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত ভারত সম্মেলনে যোগ দেওয়ার কথা ছিল তাঁর। সেখানে গণমাধ্যমের ভবিষ্যৎ এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ভারতে আসার ঠিক আগের মুহূর্তে তাঁকে আটকে দেওয়া হয়। সমাজমাধ্যমে লিংয়ের দাবি, তাঁর কাছে বৈধ ভিসা এবং প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ছাড়পত্র (পলিটিক্যাল ক্লিয়ারেন্স) থাকা সত্ত্বেও বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা হওয়ার মাত্র ১০ মিনিট আগে অসলোর ভারতীয় দূতাবাস থেকে ফোন করে তাঁকে ভারতে না যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। কেন তাঁকে ভারতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হল না, সেই বিষয়ে দূতাবাসের তরফে কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ তাঁর।

প্রসঙ্গত, মোদির বিদেশ সফরে লিংয়ের সেই শোরগোল ফেলে দেওয়া ঘটনার সূত্রপাত চলতি বছরের মে মাসে। প্রধানমন্ত্রী মোদির নরওয়ে সফরের সময় অসলোতে লিং সরাসরি তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদি, বিশ্বের সবচেয়ে স্বাধীন সংবাদমাধ্যমের কাছ থেকে আপনি কিছু প্রশ্নের উত্তর নিচ্ছেন না কেন? লিংয়ের অভিযোগ ছিল, তাঁর সেই প্রশ্ন না শুনেই সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেই সময় এই ঘটনা ঘিরে আন্তর্জাতিক মহলে বিতর্ক তৈরি হলে আসরে নামতে হয়েছিল ভারতের বিদেশ মন্ত্রককে।

মোদির বিরুদ্ধে ফোন ট্যাপের গুরুতর অভিযোগ বিরোধী দলনেতার

নয়াদিল্লি: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ফের সামনাসামনি বিতর্কে বসার চ্যালেঞ্জ জানালেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। কথাপ্রসঙ্গে নিজের মোবাইল ফোনটি দেখিয়ে মোদির বিরুদ্ধে তাঁর ফোন ট্যাপ করার গুরুতর অভিযোগও তুললেন তিনি। শুক্রবার ইনস্টাগ্রামের একটি সেশনে রাহুল গান্ধীর বক্তব্য ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। ইতিপূর্বে ইজরায়েলের পেগাসাস প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিতর্কের সময়েও বিরোধীদের ফোন ট্যাপ করে নজরদারি চালানোর অভিযোগ উঠেছিল মোদি সরকারের বিরুদ্ধে।

টেলিপ্রম্পটার ব্যবহারে কটাক্ষ



প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী মোদি অভিযোগ করছেন যে বিরোধী দলনেতা বিদেশি শক্তির সাহায্য পাচ্ছেন। অন্যদিকে রাহুলের স্পষ্ট অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী নিজেই বিদেশি শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই বিতর্কের প্রেক্ষিতে শুক্রবার এক ভিডিওতে নিজের মোবাইল ফোন দেখিয়ে রাহুল গান্ধী বলেন, মোদির সঙ্গে বিদেশি শক্তির যোগাযোগের প্রমাণ রয়েছে তাঁর এই ফোনেই। রাহুলের দাবি, প্রধানমন্ত্রী জানেন তাঁর ফোনে কী রয়েছে, কারণ তিনি তাঁর ফোন ট্যাপ করান। রাহুল আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী যদি তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি বিতর্কে বসেন, তাহলে দেশবাসী জানতে পারবেন কে বিদেশি শক্তির নিয়ন্ত্রণে রয়েছেন, কে দেশবিরোধী কার্যকলাপে যুক্ত এবং কতদিন ধরে এমন কাজ চলছে। তখন আর মুখ লুকোনোর জায়গা পাবেন না মোদি।

রাহুলের বক্তব্য, দীর্ঘক্ষণ একতরফা বক্তৃতা নয়, প্রধানমন্ত্রী তাঁর মুখোমুখি বসে সরাসরি প্রশ্ন-উত্তর সেশন করুন। দু-পক্ষই একে অপরকে প্রশ্ন করবেন এবং নিজেদের বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি দেবেন। এই বিতর্কের বিচারক হিসেবে আদানি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান গৌতম আদানি অথবা আরএসএস প্রধান মোহন ভগবতকে রাখলেও তাঁর আপত্তি নেই বলে জানান রাহুল। তাঁর দাবি, মোদির সঙ্গে একবার মুখোমুখি বিতর্ক হলেই তাঁর প্রধানমন্ত্রীর পদে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে।

এদিকে, নিজের পছন্দের সংবাদমাধ্যমের দীপাবলি মিলন অনুষ্ঠানে গিয়েও টেলিপ্রম্পটারের সাহায্য নেওয়া নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে এদিন কটাক্ষ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। শুক্রবার সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে তিনি এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করেছেন। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে সাংবাদিকদের সঙ্গে 'দীপাবলি মিলন' অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেই অনুষ্ঠানে তাঁর ভাষণ দেওয়ার সময়ে টেলিপ্রম্পটার ব্যবহারের কিছু ছবি ও ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হয় চর্চা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আগামী মাসে মুক্তি পাচ্ছে অদিতি রাও হায়দারি এবং অর্জুন রামপাল অভিনীত ওয়েব সিরিজ ‘ও সাথী রে’। পরিচালক আরিফ আলি। রোম্যান্টিক প্রেম নিয়ে তৈরি এই সিরিজটি প্রযোজনা করেছেন ইমতিয়াজ আলি, মোহিত চৌধুরী এবং শিবাশিস সরকার



কাউরীবুড়ির মন্দির

সদ্য হইচই-তে স্ট্রিমিং শুরু হয়েছে মাইথোলজিক্যাল হরর থ্রিলার ‘কাউরীবুড়ির মন্দির’। পরিচালক সায়ন্তন ঘোষাল। শতাব্দীপ্রাচীন লোককথা, অভিশাপ, তন্ত্রমন্ত্র, বলি নিয়ে গা-ছমছমে রহস্যের জমজমাটি ছয় পর্বের ওয়েব সিরিজ। লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

ভালোবাসাই হচ্ছে পৃথিবীর সবথেকে বড় তন্ত্র, সবথেকে বড় জাদু, যার কাছে কোনও তন্ত্রমন্ত্র, কোনও অশুভ শক্তিই টিকতে পারে না। এমন ভালোই বেসেছিল ভবতারণ তার মাধুরীকে। জ্যোতিষী ভবতারণ মুখার্জি। নাম শুনে বয়সের হিসেব করলে ভুল হবে। তরুণ, সুপুরুষ ভবতারণ শখের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক, জড়িবুটি সম্পর্কে জ্ঞান আছে তার আবার জ্যোতিষীও— যার হস্তরেখা বিচার অব্যর্থ। তার একটা অলৌকিক গুণ রয়েছে, ভবিষ্যতে কার সঙ্গে কী অশুভ ঘটবে সেই আভাস সে পেয়ে যায় কোনও ব্যক্তিকে বা বস্তুকে স্পর্শ করলেই। আবার তেমনই অতীতে সেই ব্যক্তির সঙ্গে কী ঘটেছিল তাও দেখতে পায়! এহেন ভবতারণ যখন ছোট অর্থাৎ কৈশোরে তখন তার জীবনে এসছিল প্রেম। বাবার বন্ধুর মেয়ে মাধুরীকে মনে মনে ভালোবেসেছিল। মাধুরী ছিল তাঁর বেস্ট ফ্রেন্ড। কিন্তু কালের অমোঘ নিয়মে সেই প্রেম চলে যায় স্মৃতির পাতায়। মাধুরীর বাবা কর্মসূত্রে পাহাড়ে বদলি হয়ে চলে যায়। এরপর কেটে গেছে অনেকগুলো বছর। মাধুরীর সঙ্গে আর দেখা হয়নি তার। হঠাৎ একদিন ভবতারণের বাবা তাকে জানায় মাধুরী ভীষণ অসুস্থ। মাধুরীর বাবা তার সাহায্য চায়। পুরনো যে প্রেম ভবতারণকে তাড়া করে বেড়াত সেই টানেই সিকিমের এক নির্জন অফবিট অংশে স্থিত মাধুরীর বাপের বাড়ি হাজির হয় সে। সেখানে মাধুরীকে দেখে তার মনে হয় সে যেন এক অন্যজগতের বাসিন্দা। যেন কোনও ভূতে ভর করেছে তাকে। মাধুরী শারীরিক মানসিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ হলেও ঠিক নেই। ভবতারণ তার সেই অলৌকিক ক্ষমতাবলে জানতে পারে মাধুরীর চরম বিপদ। মাধুরীদের বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা গেলেই দেবং নদী। যে নদীর পাড়ের গভীর জঙ্গলে লুকিয়ে রয়েছে এক গভীর রহস্য। রয়েছে এক প্রাচীন গুহা। কাউরীবুড়ির মন্দির। শতাব্দীপ্রাচীন কাউরীবুড়ির মন্দিরের সৃষ্টির সঙ্গে জড়িয়ে আছে বহু বছরের পুরনো অভিশাপ। যে অভিশাপ আজও বয়ে চলেছে সেখানকার দেউড়ি উপজাতির একটি সম্প্রদায়ের বর্তমান প্রজন্ম। একটা সময় এই সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষদের এক মহামারী গ্রাস করেছিল। মৃত্যুমিছিল শুরু হয়েছিল। যে মহামারীর কবল থেকে গ্রামবাসীকে বাঁচতে ওই গ্রামেরই এক সাধারণ নারী তার স্বামীকে রক্তপিপাসু দেবীর কাছে বলি দেয়। সেই সমাধির ওপরেই তৈরি হয় কাউরীবুড়ির মন্দির। আর সেই সমাধি ফুঁড়ে বেরিয়েছিল গোলকপুষ্প।

আর ওই নারীকে নাম দেওয়া হয় বড় দেউড়ি। সেই থেকে প্রাচীন প্রথা প্রত্যেক বড় দেউড়ির প্রথম মেয়ে হবার পর তার স্বামীকে বলি দিতে হবে দেবীর কাছে। কিন্তু যুগ যুগ ধরে চলে আসা এই কঠিন প্রথায় একবার ছেদ পড়ল। এক বড় দেউড়ি পারলেন না নিজের স্বামীকে বলি দিতে আর ক্রুদ্ধ দেবীর অভিশাপে বাঁচল না কেউ, জন্মজন্মান্তরে রয়ে গেল সেই সম্প্রদায়ের ওপর। কাউরীবুড়ির মন্দিরের গোলকপুষ্প আজ এক প্রাচীন লোককথা কেউ বিশ্বাস করে না। যাঁর কোনও অস্তিত্বই খুঁজে পায় না ভবতারণ। সে-পুষ্প আসলে মহৌষধী। মাধুরীর প্রাণ বাঁচাতে চাই গোলকপুষ্প। ভবতারণ জানতে পারে এই কাউরীবুড়ির মন্দিরের সঙ্গে যোগসূত্র রয়েছে মাধুরীর স্বামী অনির্বাণের। অনির্বাণকে খুঁজে পেলে তবেই শাপমুক্ত হবে গ্রামবাসী এবং তা হলেই গোলকপুষ্পের সন্ধান মিলবে যা দিয়ে রক্ষা পাবে মাধুরী। নিষ্পাপ মাধুরীকে সেই রহস্যময় অসুখ এবং অভিশাপের কালো ছায়া থেকে বাঁচানোর তাগিদে, ভালবাসার টানে ভবতারণ নামে শতবর্ষের পুরনো এক সত্যের খোঁজে। কে এই দেবী কাউরীবুড়ি? কী তার পরিচয়? কীভাবে ভবতারণ এই সত্য খুঁজে বের করবে? মাধুরীর প্রাণ কি রক্ষা পাবে? কী হবে এরপর? সেটাই লুকিয়ে রয়েছে ছ-পর্বের মধ্যে। কাউরীবুড়ির মন্দিরের আড়াইশো বছরের পুরনো অভিশাপের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা রহস্য, গোলকপুষ্পের রহস্য পরতে পরতে উন্মোচিত হবে এই ওয়েব সিরিজে যা রুদ্ধশ্বাস অভিজ্ঞতা দেবে দর্শকদের।

কাউরীবুড়ির মন্দির মূলত অভীক সরকারের লেখা একটি জনপ্রিয় ভৌতিক, পুরাণ এবং থ্রিলারধর্মী উপন্যাস। সেই লোককথা এবং পুরনো বাংলার গা-ছমছমে রহস্য নিয়ে নির্মিত হয়েছে পরিচালক সায়ন্তন ঘোষালের ছ’টি পর্বের হরর, মাইথোলজিক্যাল থ্রিলার সিরিজ ‘কাউরীবুড়ির মন্দির’। সিরিজের কাহিনি, চিত্রনাট্য এবং সংলাপ করেছেন শান্তনু মিত্র নিয়োগী। সিনেমাটোগ্রাফি টুবান, সৌমিক হালদার। প্রযোজনা সায়ন্তন সমাদ্দার, টুবান, শুভদীপ ঘোষ। প্রথমবার বাংলা ওয়েব সিরিজে কাজ করলেন জীতু কামাল। আধুনিক প্রজন্মের তরুণ এক জ্যোতিষীর চরিত্রে দেখা যাবে তাঁকে। জীতু খুব বলিষ্ঠ অভিনেতা। এখানে জীতুই সেরা। তাঁর সাবলীল ছন্দে অভিনয় করেছেন তিনি। জীতুর একটা গুণ হল তিনি যখন যে চরিত্রে অভিনয় করেন তাঁর করা সেই চরিত্রের আবেগটা তিনি দর্শকদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন। তাঁর মতো করেই দর্শক ভাবতে বাধ্য হয়। এক গভীর, গোপন ভালবাসার যে টান, অনুভূতি, কষ্ট, অসহায়তা দুর্দান্ত ফুটিয়ে তুলেছেন। সেই সঙ্গে পুরো গল্পটাকে একাই টেনে নিয়ে গেছেন। জীতু না থাকলে এই সিরিজটা জমত না। মাধুরী চরিত্রে সোলাঙ্কি রায় বড্ড বেশি ম্লান, নিষ্প্রভ। যদিও চরিত্রটাই ওইভাবে তৈরি তাও শুধু চরিত্রের কারণে নয় সোলাঙ্কির জায়গাটা কোথাও ঘাটতি রয়ে গেছে। আরও একটু বেশি কিছু দরকার ছিল চরিত্রটা ফুটিয়ে তুলতে। পাওলি দাম রহস্যময়ী। একদম অন্যরকম একটা চরিত্রে তাঁকে দেখা গেল। কেন তিনি রহস্যের কেন্দ্রে তা রহস্যই থাক। ব্যাখ্যা দিলে ওয়েব সিরিজটি দেখার আনন্দ বা কৌতূহলটা হারিয়ে যেতে পারে। ভাল অভিনয় করেছেন তিনি। একটি বিশেষ ভূমিকায় রয়েছেন অভিনেতা শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়। তাঁর চরিত্রটাও একটা সারপ্রাইজ বলা চলে। ইদানীং এ-ধরনের চরিত্রে শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়কে আরও বেশ কয়েকটা ওয়েব সিরিজে দেখা গেছে। তাঁকে দারুণ মানিয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া এই ওয়েব সিরিজে রয়েছে অনিরুদ্ধ গুপ্ত, দেবপ্রিয় মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।



অর্ধেক আকাশ
14 November, 2026 • Saturday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শিশুদের ডায়াবেটিসের অন্দরমহল



‘ডায়াবেটিস’ যা একটা সময় শুধু বয়স্কদের রোগ ছিল, আজ তা সবার। লাইফস্টাইল ডিজিজ। বিশেষ করে শিশু, কিশোরদের মধ্যে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে এই রোগ। টাইপ ১ হোক বা টাইপ ২, সন্তানের ডায়াবেটিস মানেই মা-বাবার দুশ্চিন্তা। কীভাবে বুঝবেন সন্তানের উপসর্গ। কীভাবে মনিটর করবেন, হঠাৎ সুগার ফল করলে কীভাবে সামলাবেন মায়েরা তাই নিয়ে রইল টুকরো গাইডলাইন। লিখলেন **পিয়ালি মুখোপাধ্যায়**

বাগানবাড়ির ঘাসে লাফিয়ে বেড়ানো আট-দশটা বাচ্চার ভিড়ে ছোট্ট রিককে দূর থেকে দেখলে বোঝার উপায় নেই যে তার প্যান্টের পকেটে বা ব্যাগের কোণায় লুকিয়ে আছে একটা অদৃশ্য থার্মোমিটার আর ইনসুলিনের তুলতুলে ছোট পেনটা। বয়স সবে আট। অথচ এই বয়সেই তার সকালটা শুরু হয় আঙুলে ছোট্ট একটা সুচের খোঁচা দিয়ে সুগার মাপা দিয়ে।

বাবা-মায়ের কাছে এই খবরটা যখন প্রথম পৌঁছায়, পৃথিবীটা যেন এক মুহূর্তের জন্য থেমে যায়। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার দশা হয়। ‘এতটুকু বাচ্চার আবার ডায়াবেটিস হয় নাকি?’—এই প্রশ্নটা প্রতিটি অভিভাবকের চোখে জল এনে দেয়। আজ বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস। আন্তর্জাতিক ডায়াবেটিস ফেডারেশন এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিশ্বজুড়ে শিশু এবং ২০ বছরের কমবয়সিদের মধ্যে টাইপ ১ ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষেরও বেশি। বর্তমানে ফাস্টফুডের এই রমরমার যুগে শিশু কিশোরদের মধ্যেও এর হার আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে। গবেষণা অনুযায়ী শিশু এবং তরুণদের মধ্যে টাইপ ২ ডায়াবেটিসের প্রাদুর্ভাবও এখন সবচেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া স্বাস্থ্য সমস্যাগুলোর একটি। ভারত এখন ডায়াবেটিসের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠছে। তাই সচেতনতা বৃদ্ধি ও সঠিক সময়ে রোগ নির্ণয় করাটাই এই বেড়ে চলা পরিসংখ্যানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের হাতিয়ার।



নাম এক, কিন্তু স্বভাবের আকাশ-পাতাল তফাত: টাইপ ১ বনাম টাইপ ২

ডায়াবেটিস নামটা শুনলেই চোখের সামনে বয়স্ক মানুষের ছবি ভেসে ওঠে। কিন্তু বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এটি দু’রকমের হতে পারে—টাইপ ১ আর টাইপ ২। দুটোই রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়িয়ে দেয়, কিন্তু তাদের জন্মকাহিনি সম্পূর্ণ আলাদা।

■ **টাইপ ১ ডায়াবেটিস:** এ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত। হঠাৎ করেই শরীরের ভেতরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভুল বুঝে নিজের শরীরের বন্ধুকে শত্রু ভেবে বসল। অগ্ন্যাশয় বা প্যানক্রিয়াস, যা ইনসুলিন তৈরি করে, তাকেই ধ্বংস করে দিল। ফল? শরীরে এক ফোঁটাও ইনসুলিন তৈরি হয় না। সাধারণত ৫ থেকে ১৫ বছর বয়সিদের মধ্যে এর প্রকোপ বেশি দেখা যায়। এর পেছনে বংশের দোহাই সব সময় খাটে না, কোনও এক অচেনা ভাইরাস বা পরিবেশের খামখেয়ালিপনাও এর জন্য দায়ী হতে পারে।

■ **টাইপ ২ ডায়াবেটিস:** এটি অনেকটা জেদি বাচ্চার মতো। অগ্ন্যাশয় ইনসুলিন তৈরি করে ঠিকই, কিন্তু শরীরের কোষগুলো সেই ইনসুলিনকে পাত্তা দিতে চায় না (ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স)। একসময় প্যানক্রিয়াস ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আগে এটা বড়দের হত, কিন্তু এখন ফাস্টফুড সংস্কৃতি আর মাঠে খেলাধুলো কমে যাওয়ায় স্থূলতার হাত ধরে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যেও এটা বাসা বাঁধছে।

কোনটা বেশি চিন্তার

তুলনা করতে গেলে টাইপ ১ ডায়াবেটিস অনেক বেশি রূঢ় এবং দ্রুত আক্রমণকারী। শরীরে ইনসুলিনের মাত্রা একদম শূন্যে নেমে যাওয়ায় এটি দ্রুত ‘ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিস’ বা ডিকেএ-র মতো মারাত্মক পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে, যা কিনা একটা জরুরি অবস্থা। তাই টাইপ ১ মানেই বাইরে থেকে নিয়মিত ইনসুলিন ঢোকাতে হবে—এর কোনও বিকল্প নেই।

অন্যদিকে, টাইপ ২ ডায়াবেটিস পা টিপে টিপে নিঃশব্দে আসে। এর ক্ষতিটা দীর্ঘমেয়াদি—ধীরে ধীরে কিডনি, চোখ বা রক্তনালীর বারোটা বাজাতে থাকে। তবে দুটোর ক্ষেত্রেই সতর্কমূলক পদক্ষেপ না নিলে বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে।

বুঝবেন কী করে বাচ্চার ছোট ছোট লক্ষণ

বাচ্চারা তো আর ডাক্তার নয় যে নিজের শরীর খারাপের নিখুঁত বিবরণ দেবে। তাই বাবা-মাকেই গোয়েন্দা হতে হয়।

■ **টাইপ ১-এর সংকেত:** হঠাৎ করে বাচ্চাটা সারাক্ষণ জল চাইছে, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে। রাত্রে যে বিছানা কোনওদিন ভেজাত না, সেও হুট করে রোজ বিছানা ভেজাতে শুরু করেছে। দুপুরের দিকে যে পিৎজা বা বিরিয়ানি প্লেট উপচে খেত, সে এখন শুকনো মুখে বসে আছে অথচ হু হু করে ওজন কমে যাচ্ছে। সারাক্ষণ একটা চরম ক্লান্তি আর মেজাজ হারানোর স্বভাব তৈরি হয়েছে।

■ **টাইপ ২-এর সংকেত:** খেয়াল করে দেখবেন বাচ্চার ঘাড়ের কাছে, গলার পেছনে বা বগলের চামড়া কেমন যেন কালচে বা পুরু হয়ে গেছে। গায়ে বা পায়ে কোনও কারণে একটু ছড়ে গেলে সেটা সারতে চাইছে না। কিংবা ঘন ঘন প্রস্রাবের রাস্তায় সংক্রমণ হচ্ছে।

সুগার যখন লাগামছাড়া: এই ওঠানামা সামলানোর কায়দা

বাচ্চার রক্তে শর্করার মাত্রা সবসময় এক জায়গায় স্থির থাকে না। কখনও রকেট গতিতে ওপরে ওঠে (হাইপারগ্লাইসেমিয়া), আবার কখনও অতল তলে গিয়ে ধাক্কা মারে (হাইপোগ্লাইসেমিয়া)। এই ওঠানামাই হল সবচেয়ে বড় পরীক্ষার জায়গা।

রুটিনের ঘড়িতে চলা: কখন ইনসুলিন পড়ছে, কখন খাবার খাচ্ছে আর কখন ও সাইকেল চালাতে বেরোচ্ছে—এই তিনের মধ্যে একটা নিখুঁত সুতো টানা চাই। একটু এদিক-ওদিক হলেই সুগার নাচতে শুরু করবে।

লেখাপড়ার অভ্যেস: একটা সুন্দর নোটবুক রাখুন। কোন দিন সুগার কত ছিল, কী খেয়েছিল আর কতটা দৌড়ঝাঁপ করেছে—সব লিখে রাখুন। এই ছোটখাটো ডায়েরিটাই পরেরবার ডাক্তারবাবুর কাছে গেলে বড় হাতিয়ার হয়ে উঠবে।

প্রযুক্তির হাত ধরতে ভয় কিসের

আঙুল ফুটিয়ে রক্ত নেওয়ার যন্ত্রণা থেকে বাচ্চাকে বাঁচাতে এখন চমৎকার সব কন্টিনিউয়াস গ্লুকোজ মনিটরিং সেন্সর পাওয়া যায়। ত্বকের নিচে ছোট্ট একটা সেন্সর লাগিয়ে রাখলেই ফোনের পর্দাতেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে সুগারের গ্রাফ। হঠাৎ কোনও বিপদ ঘটার আগেই সতর্কবার্তা বেজে ওঠে।

হুট্ করে সুগার ফল (হাইপোগ্লাইসেমিয়া) করলে কী করবেন

রাতবিরেতে বা খেলার মাঠে হঠাৎ যদি বাচ্চা বলে ওঠে—‘বাবা মাথা ঘুরছে, বুক কেমন যেন কাঁপছে, ঠান্ডা ঘাম হচ্ছে’—তবে বুঝবেন সুগার আশঙ্কাজনকভাবে নিচে নেমে গেছে। এটি মোটেও ফেলে রাখার সময় নয়। এই সময় মাথা ঠান্ডা রেখে প্রয়োগ করতে হবে ‘রুল অফ ফিফটিন’:

সঙ্গে সঙ্গে ১৫ গ্রাম দ্রুত কার্যকরী কার্বোহাইড্রেট দিন। আধ গ্লাস ফলের রস, এক চামচ মধু বা ৩-৪টি গ্লুকোজ ট্যাবলেট এর জন্য সেরা।

১৫ মিনিট চুপচাপ অপেক্ষা করুন। বাচ্চার সঙ্গে বসে থাকুন, কথা বলুন।

আবার সুগার পরীক্ষা করুন। যদি দেখেন মাত্রা এখনও সত্তর বা তার নিচে, তবে আরও **(এরপর ১৩ পাতায়)**

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

14 November, 2026 • Saturday • Page 13 || Website - www.jagobangla.in

১৩
১৪ নভেম্বর ২০২৬
শনিবার

ডায়াবেটিক শিশুর মুখরোচক এবং স্বাস্থ্যকর খাবার

বাচ্চার ডায়াবেটিস আছে মানেই কি সব স্বাদ থেকে সে বঞ্চিত হবে? সব নিয়ম মেনে কী কী রাখবেন সন্তানের রোজকার ডায়েটে, জাঙ্ক ফুডের বিকল্প মুখরোচক কী রাখবেন যাতে স্বাদ এবং স্বাস্থ্য দুটো শর্তই মিটবে। লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**



■ সন্তানের ডায়াবেটিস থাকলে স্টার্চবিহীন সবজি দিন। কারণ এতে কার্বোহাইড্রেট কম থাকে কিন্তু খিদে নিবারণে কার্যকরী সেই সঙ্গে থাকে বিভিন্ন খনিজ, ফাইবার, ভিটামিন এবং ফাইটোকেমিক্যাল যা পুষ্টির পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধে কার্যকরী। যেমন—বাঁধাকপি, গাজর, ফুলকপি, মাশরুম, পেঁয়াজ, ব্রকলি এবং অ্যাসপারাগাস। এগুলিতে খুব কম ক্যালরিও থাকে।

■ আপেল দিতে পারেন রোজ একটা। আপেলে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার (বিশেষ করে খোসায় 'পেকটিন' থাকে)। এই ফাইবার পরিপাক প্রক্রিয়াকে ধীর করে দেয়, যার ফলে আপেলের প্রাকৃতিক চিনি রক্তে খুব ধীরে ধীরে মেশে এবং হঠাৎ করে রক্তের শর্করা বৃদ্ধি ঘটে না। আপেলের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স বেশ কম (প্রায় ৩৯)। কম জিআই যুক্ত খাবার ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ। আপেলে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং পলিফেনল বাচ্চাদের শরীরের কোষগুলোর ইনসুলিন সংবেদনশীলতা বাড়াতে সাহায্য করে। এটি শরীরে ইনসুলিনকে আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে সাহায্য করে। এছাড়া পেয়ারা, আপেল, নাশপাতি এখন শীতে কমলালেবু দিতে পারেন নিয়মিত। এগুলো সবই কম গ্লাইসেমিক ইনডেক্সযুক্ত ফল।

■ উচ্চ ফাইবারযুক্ত সবজি দিন। এখন শীতকাল মটরশুঁটি, পালং শাকের মতো ফাইবার সমৃদ্ধ সবজি রাখুন বাচ্চার পাতে। মটরশুঁটি প্রোটিনেরও দুর্দান্ত উৎস এবং গবেষণায় দেখা গেছে যে এগুলি রক্ত শর্করাকে নিয়ন্ত্রণ করে। মটরশুঁটিতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে, যা রক্তে শর্করা বা রক্তের শর্করার মাত্রা হঠাৎ বেড়ে যাওয়া রোধ করতে সাহায্য করে। গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কম হওয়ায় এটি ধীরে হজম হয় এবং রক্তে গ্লুকোজ ধীরে মেশে। তবে মটরশুঁটিতে কার্বোহাইড্রেট থাকে তাই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মতো মাপেই দিন। পালংশাকের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স অত্যন্ত কম থাকে এবং কার্বোহাইড্রেটও খুবই কম থাকে। ফলে এটি খাওয়ার পর বাচ্চার রক্তে হঠাৎ করে শর্করার মাত্রা বেড়ে যাওয়ার কোনও ঝুঁকি থাকে না। পালংশাকে প্রচুর পরিমাণে দ্রবণীয় ও অদ্রবণীয় ফাইবার থাকে, যা শরীরে চিনি বা গ্লুকোজ শোষণের গতিকে ধীর করে দেয়। এটি বাচ্চার ইনসুলিন সংবেদনশীলতাকে উন্নত করতে সাহায্য করে। পালংশাকে থাকে আলফা লিপোয়িক অ্যাসিড। এই অ্যান্টিঅক্সিডেন্টটি রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে এবং ডায়াবেটিসের কারণে হওয়া স্নায়ুর ক্ষতি প্রতিরোধ করে। এছাড়া পটল, ঝিঙে, করলা, ফুলকপি, বাঁধাকপি সব ধরনের তাজা শাকসবজি রাখুন বাচ্চার খাদ্যতালিকাতে।



একদিনের সম্ভাব্য মিল

বিশেষজ্ঞের মতে ডায়াবেটিস আক্রান্ত বাচ্চার ডায়েট বা খাদ্যতালিকা এমন হওয়া উচিত যাতে রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং তার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশ বজায় থাকে।

১) সকালের দিকে বাচ্চাদের ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স একটু বেশি থাকতে পারে। তাই জটিল শর্করা ও প্রোটিনযুক্ত খাবার দিন যেমন লাল চালের চিড়ে, ওটস বা হোল-গ্রেইন সিরিয়াল। ১টি সিদ্ধ ডিম বা অমলেট। অল্প পরিমাণে টক দই বা পনির। চাইলে একটি ছোট আপেল বা সামান্য বাদাম দেওয়া যেতে পারে।



২) দুপুরে সাদা ভাতের বদলে লাল চালের ভাত, লাল আটার রুটি বা ব্রাউন রাইস দিতে পারেন। সাদা ভাত হলে একদম মেপে। প্রোটিনে মাছ, মুরগির মাংস (চর্বি ছাড়া) বা ডাল। সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণে আঁশযুক্ত ও অ-শর্করা জাতীয় সবজি যেমন: পুঁইশাক, পালং শাক, বাঁধাকপি, ফুলকপি, পটল, ঢেঁড়শ ইত্যাদি। স্যালাড দিন এতে স্বাদ স্বাস্থ্য, দুই বজায় থাকবে। বিকেলে বাচ্চার হালকা নাশতায় একমুঠো ভাজা ছোলা, কাঠবাদাম বা আখরোট। কম চর্বির পনিরের টুকরো। শসা বা গাজরের টুকরো দইয়ের ডিপ দিয়ে।

৩) রাতের খাবারে দুপুরের মতোই লাল আটার ১-২টি রুটি বা অল্প পরিমাণে লাল চালের ভাত। মাছ বা ডাল এবং প্রচুর পরিমাণে সবুজ শাকসবজি। ঘুমানোর আগে খুব বেশি ভারী খাবার না দিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী অল্প দুধ বা হালকা কিছু দেওয়া যেতে পারে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী।

একটু আধটু অনিয়মের নিয়ম

যেসব খাবার এড়িয়ে যাওয়াই ভাল যেমন—অতিরিক্ত চিনি, মিষ্টি, চকলেট, ক্যান্ডি ও কেক। কোমল পানীয় ও বাইরের ফলের মিষ্টি জুস। প্রক্রিয়াজাত খাবার, চিপস, নুডলস ও ফাস্টফুড। ফাস্টফুডে প্রচুর পরিমাণে পরিশোধিত কার্বোহাইড্রেট, লিপিড এবং ক্যালোরি থাকে, যা রক্তে শর্করা দ্রুত বাড়িয়ে দেয়।

তাই বলে কি ডায়াবেটিক শিশুরা সব স্বাদ থেকে বঞ্চিত হবে? তা একেবারেই নয়। ডুবো তেলে ভাজা খাবারের বদলে গ্রিল করা বা সেঁকা খাবার দিন। বার্গার বা স্যান্ডউইচ খাওয়ার সময় লাল আটার বান বা রুটি বেছে নেওয়া ভাল। সেই রুটির সবজি বা চিকেন রোল, প্যাটি বানিয়ে দিতে পারেন। ওটসের নোনতা প্যানকেক, সুজির দোসা, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই বা চিপসের বদলে সুস্বাদু ঘরে বানানো কাবলি ছোলার চাট, মুগডালের চাট করে দিন। ঘরে তৈরি তেল ছাড়া বা কম মাখনের ভুট্টার খই ফাইবার সমৃদ্ধ কম কার্বোহাইড্রেটের একটি দারুণ খাবার। আমন্ড, আখরোট ও পেস্তাবাদাম একসঙ্গে মিশিয়ে অল্প পরিমাণে দেওয়া যেতে পারে। মাখানা হালকা মাখনে ভাজা। বাদামে কার্বোহাইড্রেট খুবই কম থাকে এবং এটি ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডে সমৃদ্ধ। মিষ্টির বিকল্প হিসেবে কাঠবাদাম এবং খেজুরের লাড্ডু। এখন কৃত্রিম সুইটনার দিয়ে তৈরি বা চিনি ছাড়া অথচ খুব সুস্বাদু সবরকম মিষ্টি পাওয়া যাচ্ছে সেগুলো দিতে পারেন। ডায়াবেটিসে বাচ্চাদের বড় আকারের খাবারের থালা না দিয়ে ছোট ছোট ভাগে খাবার দিন।

হঠাৎ খাওয়া বন্ধ করে দেবেন না। শিশুকে সব ধরনের মুখরোচক খাবার থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত করলে তার মধ্যে মানসিক চাপ তৈরি হতে পারে বা সে লুকিয়ে খাওয়ার চেষ্টা করতে পারে।

ফাস্টফুড বা মিষ্টি খেয়ে নেবে যেদিন সেদিন শিশুকে একটু বেশি খেলাধুলা বা শারীরিক পরিশ্রম করতে উৎসাহিত করুন, যা শর্করা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করবে। আসল বিষয় হল ডায়াবেটিক শিশুরা সব খাবারই খেতে পারে, কিন্তু তা হতে হবে পরিমিত এবং সঠিক পরিকল্পনা মেনে। সবচেয়ে ভাল হয় শিশুকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বা পুষ্টিবিদের পরামর্শে খাবার দেওয়া।

শিশুদের ডায়াবেটিসের অন্দরমহল

(১২ পাতার পর)

একবার ১৫ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট দিন।

সুগার একটু স্বাভাবিক হলে একটা ছোট বিস্কুট বা পাউরুটি খাইয়ে দিন, যাতে সুগার আবার হুট করে কমে না যায়।

■ **সতর্কতা:** বাচ্চা যদি একদম অজ্ঞান হয়ে যায় বা গিলতে না পারে, তবে ভুলেও জোর করে মুখের ভেতর কিছু ঢোকাতে যাবেন না। গালের ভেতরের দেওয়ালে গ্লুকোজ পেস্ট বা মধু মাখিয়ে দিন এবং দ্রুত হাসপাতালে যান। বাড়িতে সবসময় চিকিৎসকের পরামর্শ মতো গ্লুকাগন জরুরি কিট হাতের কাছে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ।

চিকিৎসা ও সারাজীবন সুস্থ থাকার গল্প

ডায়াবেটিস ধরা পড়ার পর প্রথম ধাক্কাটা সামলানোর পর আসে আসল লড়াই—



স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে যাওয়া।

টাইপ ১ হলে প্রতিদিন নিয়ম করে ইনসুলিন দিতে হবে। এটা পেনসিল দিয়ে আঁকার মতো সহজ হয়ে যায় কিছুদিন বাদে। টাইপ ২ হলে জীবনযাত্রার মান বদল, রোজ একটু খেলাধুলা বা সাইক্লিং এবং ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধেই কেল্লাফতে।

ক্যালেন্ডারের অদ্ভুত সমাপতন: ১৪ নভেম্বর

জাতীয় শিশু দিবসের আলো ঝলমলে দিন ১৪ নভেম্বর আবার বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবসও। এই বৈপরীত্যটাই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, শৈশব মানেই সবার জন্য সমান রোদের দেশ নয়।

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবসের এ বছরের লক্ষ্য এবং লড়াই কেবল ওষুধ বা ইনসুলিনের নয়, লড়াই হোক শিশুকে নতুন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেবার, মনোবল দেবার এবং সমাজকে সচেতন করার। কারণ সেই লড়াইয়ের কেন্দ্রে রয়েছে একটি শিশু। ফলে অভিভাবকদের, শিক্ষকদের, এবং সমাজের দায়িত্ব বহুগুণ বেড়ে যায়।

মাঠে ময়দানে

14 November, 2026 • Saturday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আইপিএল নিলামের আগেই রাজস্থান থেকে যশস্বী জয়সওয়ালকে পেতে ঝাঁপাল কেকেআর



মুস্তাকে আজ নামছে মুম্বই



প্রতিবেদন : একঝাঁক তারকা ক্রিকেটারকে নিয়ে শনিবার মুস্তাক আলি ট্রফির প্রথম ম্যাচে নামছে মুম্বই। প্রতিপক্ষ হায়দরাবাদ। খেলা হবে সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে সকল ৯টা থেকে।

মুম্বই দলে তারকার ছড়াছড়ি। ভারতীয় দলে খেলা ক্রিকেটারদের অনেকেই আছেন এই দলে। অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। যিনি রঞ্জি দলে না থাকলেও নতুন উদ্যমে ঘরোয়া টি-২০ টুর্নামেন্টে ফিরছেন। প্রাক্তন বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়কের বক্তব্য হল, এই মুহূর্তে আমার ফোকাস মুম্বইকে মুস্তাক আলি টুর্নামেন্ট জেতানোর দিকে। অন্য কিছু ভাবছি না।

এলিট গ্রুপে মোট ৩২ দল টুর্নামেন্টে খেলবে। সবথেকে বেশি দু'বার এই টুর্নামেন্ট জিতেছে তামিলনাড়ু, বরোদা, গুজরাট, কর্নাটক ও মুম্বই। টুর্নামেন্টে সবথেকে বেশি রান মধ্যপ্রদেশের হরপ্রীত সিং ভাটিয়ার ২৯৬৮। সবথেকে বেশি উইকেট জয়দেব উনাদকটের ১২৮। ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান তিলক ভার্মার ১৫১। সবথেকে ভাল বোলিং আরশাদ খানের ৯ রানে ৬ উইকেট। টুর্নামেন্টে পাঁচটি করে সেঞ্চুরি আছে অভিষেক শর্মা ও ঈশান কিশানের।

শনিবার একসঙ্গে অনেকগুলি ম্যাচ হবে। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে বিকেল সাড়ে চারটেয় বাংলা মুখোমুখি হবে মণীশ পান্ডেদের কর্নাটকের। এখানে মুম্বই খেলছে হায়দরাবাদের সঙ্গে। হায়দরাবাদ তিলককে পাচ্ছে না। বাংলা যেমন পাচ্ছে না শাহবাজ আমেদকে। দু'জনেই ইমার্জিং কাপে খেলতে গিয়েছেন ভারতের হয়ে। মুম্বই দলে অঙ্গকৃষ রঘুবংশী, সরফরাজ খান, মুশির খান, শার্দূল ঠাকুরের মতো ক্রিকেটাররা রয়েছেন।

ফিট আপুইয়া, মাঠে মিগুয়েলও
বাগানে মহিলা ফুটবল

প্রতিবেদন : ছুটি কাটিয়ে শুক্রবার থেকে আইএসএলে চার্চিল ব্রাদার্স ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করল মোহনবাগান। ২২ নভেম্বর গোয়ায় অ্যাওয়ে ম্যাচ সবুজ-মেরুন ব্রিগেডের। টানা চার ম্যাচ জিতে লিগ টেবলে শীর্ষে থাকা মোহনবাগানকে স্বস্তি দিয়ে এদিন অনুশীলনে নেমে পড়েন আপুইয়া ও মিগুয়েল ফিগুয়েরা। ব্রাজিলীয় তারকা এখনও পুরো ফিট না হলেও মিজো তারকা মিডফিল্ডার আপুইয়া এদিন দলের সঙ্গে পুরোদমে অনুশীলন করেছেন। আশা করা যাচ্ছে, চার্চিলের বিরুদ্ধে তিনি খেলতে পারবেন।

মিগুয়েল এদিন শুরুতে দলের সঙ্গে অনুশীলন করলেও পরে আলাদা রিহ্যাব করেন। ধীরে ধীরে ফিট হওয়ার পথে তিনি। এদিন জেমি ম্যাকলারেন, আলবার্তো রডরিগেজ, দেজান দ্রাজিচরা অনুশীলনে যোগ দিলেও দুই বিদেশি সামির জেলকোভিচ ও লি এরউইন প্রস্তুতি শুরু করবেন শনিবার থেকে।

এদিকে ইস্টবেঙ্গলের মতো মোহনবাগান কবে মহিলা ফুটবল দল গড়তে চলেছে। ক্লাব সভাপতি দেবাশিস দত্ত ও সচিব সঞ্জয় বোস শুক্রবার কর্মসমিতির বৈঠক শেষে সবুজ-মেরুন সমর্থকদের সুখবর জানালেন। ক্লাব সভাপতি বলেন, পরিকাঠামো নিয়ে আলোচনা চলছে। কোম্পানির সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। ড্রেসিংরুম-সহ আলাদা একটা মাঠ পেলেই আমরা মেয়েদের ফুটবল শুরু করব। ৪ ডিসেম্বর হবে ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভা।

বিয়ার্ডম্যানের ৬ উইকেট, জয়ী অস্ট্রেলিয়া

পারথ, ১৩ নভেম্বর : আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকেই আগুনে বোলিং। ইংল্যান্ডকে কার্যত একাই গুঁড়িয়ে দিলেন অস্ট্রেলিয়ার ২১ বছরের পেসার মাহলি বিয়ার্ডম্যান। তাঁর বিধ্বংসী বোলিংয়ে পারথে প্রথম একদিনের ম্যাচে ইংল্যান্ডকে সাত উইকেটে হারাল অস্ট্রেলিয়া। তিন ম্যাচের সিরিজে ১-০ এগিয়ে গেলেন মিচেল মার্শরা। পারথের পিচে গতি ও বাউন্স কাজে লাগিয়ে শুরু থেকেই ইংল্যান্ডের ব্যাটিংয়ের মেরুদণ্ড ভেঙে দেন বিয়ার্ডম্যান। ৭.৪ ওভার বল করে মাত্র ২৪ রান দিয়ে ছ'টি উইকেট নেন তিনি। একদিনের ক্রিকেটে অভিষেকে কোনও অস্ট্রেলীয় বোলারের এটাই সেরা বোলিং। বিয়ার্ডম্যানের দাপটে ইংল্যান্ডের ইনিংস শেষ হয় মাত্র ১৩১ রানে। সর্বোচ্চ ২৯ রান করেন গাস অ্যাটকিনসন। জবাবে ২৩.৩ ওভারেই তিন উইকেট হারিয়ে জয়ের রান তুলে দেয় অস্ট্রেলিয়া। অধিনায়ক মার্শ ২৯ বলে চারটি ছক্কা-সহ ৫০ রান করেন।

শেষ চারে গেলেন লক্ষ্য

কুমামোতো, ১৩ নভেম্বর : জাপানের কুমামোতো মাস্টার্সে দুরন্ত ছন্দে লক্ষ্য সেন। শুক্রবার ঘরের ছেলে ইউশি তানাকাকে স্ট্রেট গেমে হারিয়ে পুরুষদের সিঙ্গলসের সেমিফাইনালে পৌঁছে গেলেন ভারতের তারকা শাটলার। অন্যদিকে, কোয়ার্টার ফাইনালে জাপানের কোকি ওয়াতানাবের কাছে হেরে বিদায় নিলেন কিদাম্বি শ্রীকান্ত। বিশ্ব ক্রমতালিকায় অষ্টম বাছাই লক্ষ্য মাত্র ৪০ মিনিটে ২১-১৬, ২১-১৫ গেমে হারান বিশ্বের ৩১ নম্বর তানাকাকে।

পরীক্ষায় ভারত

কুয়ালালামপুর, ১৩ নভেম্বর : অনূর্ধ্ব ১৭ এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে শনিবার কুয়ালালামপুরে গুয়ামের মুখোমুখি ভারত। মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুর দল গাংতের হ্যাটট্রিকের সৌজন্যে প্রথম ম্যাচে সিঙ্গাপুরকে ৪-২ গোলে হারিয়ে অভিযান শুরু করে। গুয়ামের বিরুদ্ধে জয়ের ছন্দ ধরে রেখে পরের পর্বে ওঠার লক্ষ্যে ভারত। কোচ মেহরাজ বলেছেন, প্রতি ম্যাচেই আমাদের উন্নতি করতে হবে।

ব্রাজিল ম্যাচ খেলে লাভ কী হল, তোপ প্রাক্তনদের



হতাশ করলেন লিস্টনরা।

প্রতিবেদন : টাকা দিয়ে ব্রাজিল, উরুগুয়ে, পানামার মতো বিশ্বকাপ দলগুলোকে এনে ভারতীয় ফুটবল দলের কোনও লাভ কী হল? কিছুই হয়নি। বিশ্বকাপ খেলে আসা ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ৮৮ নম্বরে থাকা নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধেও পাঁচ গোলের লজ্জা নিয়ে মাঠ ছাড়তে হল। গোলে বিশাল কাইথের জন্য লজ্জা আরও বাড়েনি। শ্যাম থাপা থেকে মেহতাব হোসেন, প্রাক্তনদের ক্ষোভ সিস্টেম-হীন ভারতীয় ফুটবল নিয়ে।

প্রাক্তন ফুটবলার শ্যাম থাপা, প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়রা বছর কয়েক আগেও ফেডারেশনের টেকনিক্যাল কমিটিতে ছিলেন। তাঁদের ব্রাত্য রেখে পরে 'ইয়েসম্যান' প্রাক্তনদের কমিটিতে নিয়ে আসেন ভারতীয় ফুটবলকে শেষ করে দেওয়া এআইএফএফ প্রেসিডেন্ট কল্যাণ চৌবে। কিন্তু পুরোটাই লোক দেখানো নীতি। নিজের আখের গোছাতে গিয়ে দেশে ফুটবলটাকেই তুলে দিচ্ছেন ফেডারেশন প্রেসিডেন্ট। ব্রাজিল, উরুগুয়েকে এনে ফেডারেশনকে দেনায় ডুবিয়ে দিয়েছেন কল্যাণ। অথচ জাতীয় দলের কোনও উন্নতি নেই।

শ্যাম থাপার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, দুর্ভাগ্য যে আমরা আশিয়ান প্রতিযোগিতায় না খেলতে গিয়ে ব্রাজিল ও উরুগুয়ের বিরুদ্ধে খেললাম। নিউজিল্যান্ডের কাছেও পাঁচ গোল হজম করলাম। এতে কী লাভ হল আমাদের ছেলেদের? ওদের মনোবলটাই তো ভেঙে দেওয়া হচ্ছে?

শ্যামের সঙ্গে গলা মিলিয়ে মেহতাব হোসেনও বলছেন, সিস্টেমই তো নেই। টাকা খরচ করে বিশ্বকাপের দলগুলোকে এনে কোনওদিন দেশের ফুটবলের উন্নতি করা যায় না। জাপান, ইরাক, ইরান এরা কী এভাবে ফুটবলের উন্নতি করেছে নাকি? তৃণমূল স্তরে ফুটবলের উন্নয়নে জোর দিতে হবে। সেই সিস্টেম আমাদের কোথায়? ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায় বলছেন, এখন তো প্রশাসনে সিইও, সিএফও, সিওও-র মতো গালভরা নাম। এরা ফুটবলের নীতি নির্ধারক। যা হওয়ার তাই হচ্ছে।

এদিকে রবিবার ক্রাইস্টচার্চে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ফিফা আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ। ক্রাইস্টচার্চে পৌঁছে খালিদ জামিলের দল শুক্রবার বিশ্রাম নিয়েছে। শনিবার অনুশীলন করবেন রায়ান উইলিয়ামসরা।

আজ সাফ সেমিফাইনাল

আগ্রাসী ভারত, সমীহ ভুটানকে



গোলের জন্য ভরসা সুহেল।

ঢাকা, ১৩ নভেম্বর : নিজেদের রেকর্ড উন্নত করে রেকর্ড দশবার সাফ কাপ ঘরে তুলতে মরিয়া ভারতীয় ফুটবল দল শনিবার ঢাকায় সেমিফাইনাল খেলতে নামছে। মাঠের বাইরের কিছু সমস্যায় রয়েছে নৌশাদ মুসার ভারত। কিন্তু তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে ভুটানকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠার রণকৌশল তৈরিতে ব্যস্ত কোচ মুসা।

গ্রুপ পর্বে পাকিস্তান ও মালদ্বীপের বিরুদ্ধে ভারতের জয়ের নায়ক ছিলেন সুহেল ভাট। মোহনবাগানের কাশ্মীরি ফরোয়ার্ডই সেমিফাইনালে ভুটানের বিরুদ্ধে বড় ভরসা। গোলের জন্য তাঁর দিকেই তাকিয়ে দল। তবে ভুটানকে নিয়ে সতর্ক ভারতের কোচ। মুসা বলেছেন, ভুটান কঠিন প্রতিপক্ষ। মালদ্বীপের মতোই ওরা রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলবে। ফলে প্রতিপক্ষ রক্ষণ ভাঙা কষ্টসাধ্য হতে পারে।

সাফের জন্য প্রস্তুতির সময় কম পাওয়া গিয়েছে। বিভিন্ন ধাপে খেলোয়াড়রা দলে যোগ দেওয়ায় পর্যাপ্ত প্রস্তুতি পাওয়া যায়নি। তবে সুহেলদের কোচ বলছেন, বাইরের বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তা না করে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলাই আমাদের লক্ষ্য। আমরা গতবারের চ্যাম্পিয়ন। তাই সমস্যা নিয়ে অজুহাত দিতে চাই না। নক আউটে ভার প্রযুক্তি থাকবে।

ফাজিলার গোলে জয়ী ইস্টবেঙ্গল



প্রতিবেদন : মেয়েদের ফুটবলে গত দুই মরশুমে ভারতসেরা ইস্টবেঙ্গল আইডব্লুএলে জয় দিয়েই শুরু করল। তবে প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন গোকুলাম কেরলের বিরুদ্ধে শুক্রবার লিগের প্রথম ম্যাচ বেশ কষ্ট করে জিততে হল মশাল গার্লদের। শুক্রবার কল্যাণীতে সংযুক্ত সময়ের শেষ মিনিটে ফাজিলা ইকওয়াপুটের গোলে স্বস্তি ফেরে লাল-হলুদ শিবিরে। গোটা ম্যাচ জুড়ে ইস্টবেঙ্গলের মেয়েদেরই দাপট ছিল। কিন্তু অজস্র সুযোগ নষ্ট করে নিজেদের উপর চাপ বাড়িয়ে ফেলেন ফাজিলা, সুলঞ্জনা রাউলরা। শেষ পর্যন্ত সেই ফাজিলার গোলেই এল স্বস্তির জয়। এবার আইডব্লুএল জয়ের হ্যাটট্রিকের সুযোগ ফাজিলাদের সামনে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল



রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট ড্র। পাকিস্তানের সাউদ শাকিলের লড়াকু ৯৭ রান শ্রীলঙ্কার জয়ের আশায় জল ঢেলে দিল

মাঠে ময়দানে
14 November, 2026 • Saturday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in
১৫
১৪ নভেম্বর ২০২৬
শনিবার

মিথ্যেবাদী! কামিন্সের তোপের মুখে ওয়ার্নারের পাল্টা-সত্যিটাই বলেছে



সাংবাদিক সম্মেলনে কামিন্স। শুক্রবার।

সিডনি, ১৩ নভেম্বর : কমপ্লিট অ্যান্ড আটার ননসেন্স!

ওসমান খোয়াজার দাবিকে ঠিক এই ভাষায় উড়িয়ে দিলেন প্যাট কামিন্স।

খোয়াজার বিস্ফোরক আত্মজীবনী চলতি সপ্তাহেই প্রকাশিত হয়েছে। আর এই বই তোলপাড় ফেলে দিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটে। আট বছর আগে কেপটাউন টেস্টে স্যান্ডপেপার গেট হয়েছিল। এরপর বলে স্যান্ডপেপার ঘষায় শাস্তি পেয়েছিলেন অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ, সহ অধিনায়ক ডেভিড ওয়ার্নার ও ওপেনার ক্যামেরন ব্যানক্রফট। এতদিন বাদে সেই ঘটনা নিয়ে খোয়াজা নিজের বইয়ে দাবি করেছেন, এরকম কিছু হওয়ার আগে দলের সবাই জানত। যা শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে ওড়ালেন বর্তমান অধিনায়ক কামিন্স। তবে এদিনই পারথে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে কমেন্ট্রি করার ফাঁকে ডেভিড ওয়ার্নার ফের খোয়াজার পাশে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বলেন, ও বইয়ে সত্যিটাই লিখেছে। আমি ওকে সমর্থন জানাচ্ছি। মনে হচ্ছে বর্তমান অধিনায়ক খোয়াজাকে বাসের নিচে ফেলে দিল। আমি খুব হতাশ হয়েছি।

এদিকে, ৭০ মিনিটের সাংবাদিক সম্মেলনে কামিন্স বলেন, খোয়াজা দাবি করেছে আমরা সবাই ব্যাপারটা জানতাম। কিন্তু আমি বলছি ওর দাবি ১০০ শতাংশ মিথ্যে। আট বছর ধরে এটা বলে আসছি যে আমি কিছুই জানতাম না। ও বলেছে আমি ও অন্যরা বল স্যান্ডপেপার দিয়ে ঘষার আসল চক্রী। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যে। নির্বোধের মতো কথাবার্তা। এখানেই না থেমে কামিন্স আরও বলেন, খোয়াজা ব্যানক্রফটকে নিয়ে যা বলেছেন বইয়ে, সেটাও তাঁকে অবাক করেছে। খোয়াজা লিখেছেন তিনি ব্যানক্রফটকে নাকি বলেছিলেন স্যান্ডপেপার নিয়ে সাবধানে কাজ করতে। কামিন্স বলেছেন, এই ওসমানকে আমি চিনি না। যে অস্ট্রেলিয়া দলের সংস্কৃতিকে নতুন করে সাজাতে সাহায্য করেছিল।

কামিন্স আরও বলেন, তিনি খোয়াজার মতকে সম্মান করেন। কিন্তু যখন অভিযোগ এত গুরুতর তখন বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলতেই হল। তাঁর অভিযোগ, বন্ধু কখনও অন্যের জীবন ও খ্যাতি নিয়ে ছেলেখেলা করতে পারে না। উজি এই বইয়ে ঠিক সেটাই করেছে। খোয়াজা যে বইয়ে লিখেছেন তিনি যখন এই দায় সবার নেওয়া উচিত বলেছিলেন, তখন দলের মধ্যে দুজন এর বিরোধিতা করেন। কামিন্স বলেছেন এমন কথা তাঁর জানা নেই। তবে কামিন্স জানিয়েছেন, অভিযোগ এত গুরুতর হলেও তিনি খোয়াজার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেবেন না। তাঁর বক্তব্য হল, আমি জানি কিছু বক্তব্য সম্মানহানিকর। কিন্তু আমি আইনি ব্যবস্থা নেব না। বরং আট বছরের পুরোনো ঘটনায় দাঁড়ি টেনে এগিয়ে যাব।

ফ্রান্সকে হারিয়ে চমক ইতালির

ইতালি ৩ ফ্রান্স ১

মিলান, ১৩ নভেম্বর : উয়েফা নেশনস লিগে মিলানের সান সিরো স্টেডিয়ামে ছিল বড় ম্যাচ। সেখানে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে শুরুতে পিছিয়ে পড়েও পিয়ো এস্পোসিতোর জোড়া গোলে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন ইতালির। ১৯৬২ সালের পর এই প্রথম ঘরের মাঠে ফ্রান্সকে হারাল আজুরিবাহিনী। রবার্তো মানচিনির দল এমবাপে-ডেম্বেলেহীন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জিতল ৩-১ গোলে। জিনেদিন জিদানের কোচিংয়ে প্রথম হার ফ্রান্সের। গ্রুপে দু'দলেরই পয়েন্ট ১০। তবে মুখোমুখি সাক্ষাতে এগিয়ে শীর্ষে ইতালি। দু'দলের প্রথম সাক্ষাৎ ১-১ ড্র হয়।



গোলের পর পিয়োকে ঘিরে উচ্ছ্বাস।

১০ মিনিটে তারকা গোলকিপার জিয়ানলুইজি দোন্নারুম্মার ভুলের সুযোগ নিয়ে মাইকেল ওলিসে গোল করে এগিয়ে দিয়েছিলেন ফ্রান্সকে। চোটের কারণে এমবাপে না থাকায় বাড়তি দায়িত্ব ছিল ওলিসের কাঁধে। শুরুটা তিনি ভাল করলেও দ্রুত ম্যাচে ফেরে ইতালি। ২৬ মিনিটে নিকোল কামবিয়াঘির পাস থেকে গোল করে সমতা ফেরান এস্পোসিতো। বিরতির আগে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল ফ্রান্স। কিন্তু ব্র্যাডলি বার্কোলার শট পোস্টে লাগে।

দ্বিতীয়ার্ধে নাটকীয়তা বাড়ে। ৬০ মিনিটে বক্সে কান্বিয়াঘিকে ফাউল করা হয়। পেনাল্টি পায় ইতালি। কিন্তু গোল করতে পারেননি এস্পোসিতোর বড় ভাই সেবাস্তিয়ানো। তবে আক্ষেপ বেশিক্ষণ থাকেনি। ৬৩ মিনিটে দাভিদে ফ্রাত্তেসির গোল এগিয়ে দেয় ইতালিকে। এরপর ৭৫ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করেন পিয়ো এস্পোসিতো।

পাক দ্বৈরথে ট্রফির লক্ষ্যে ভারত

আল আমিরাত, ১৩ নভেম্বর : গত বছর অনূর্ধ্ব ১৯ এশিয়া কাপ ফাইনালে পাকিস্তানের কাছে ১৫১ রানের বিশাল ব্যবধানে হেরেছিল যুব ভারত। এবার গ্রুপ পর্বের লড়াইয়েও জয় হাতছাড়া করেছে 'বয়েজ ইন ব্লু'। জোড়া হারের জবাব দিয়ে রেকর্ড নবমবার এশিয়া কাপ জয়ের লক্ষ্যে আর্যবীর শেহবাগরা।

গতবারের চ্যাম্পিয়নদের হারিয়ে খেতাব পুনরুদ্ধার করতে হলে ফাইনালে ব্যাটিং ও বোলিংয়ের উন্নতি প্রয়োজন ভারতের। ওপেনিংয়ে ভারতের প্রাক্তন ওপেনার বীরেন্দ্র শেহবাগের পুত্র আর্যবীর টুর্নামেন্টে ৩০৩ রান করে নির্ভরতা দিয়েছেন দলকে। একটি শতরান ও দু'টি অর্ধশতরানের ইনিংস রয়েছে এশিয়া কাপে। বোলিং বিভাগে পেসার ঈশান সুদ ১১ উইকেট নিয়ে পাক পেসার রিজওয়ানুল্লাহর সঙ্গে যুগ্মভাবে টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী। কিন্তু এই দু'জন ছাড়া বাকিরা সেভাবে ধারাবাহিক নন।



ভারতরে ভরসা আর্যবীর ও লক্ষ্য।

অধিনায়ক লক্ষ্য রায়চন্দানি, উইকেটকিপার-ব্যাটার অন্বয় দ্রাবিড় (রাহুল দ্রাবিড়ের পুত্র), মিডল-অর্ডার ব্যাটার অর্জুন রাজপুত, ভিকে বিনীত----কেউই সেভাবে নিজেদের মেলে ধরতে পারেননি। খেতাব পুনরুদ্ধার করতে হলে শক্তিশালী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অলরাউন্ড পারফরম্যান্স করতে হবে ভারতীয়দের।

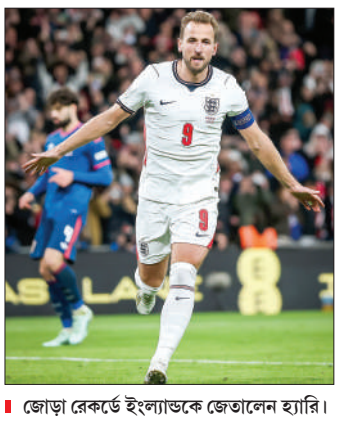
ম্যান ইউয়ের নতুন কোচ পোচেত্তিনোই



ম্যাঞ্চেস্টার, ১৩ নভেম্বর : মাইকেল ক্যারিক ছাঁটাই হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের নতুন কোচ হিসেবে মরিসিও পোচেত্তিনোর নাম সরকারিভাবে ঘোষণা করে দিল ক্লাব কর্তৃপক্ষ। আমেরিকার জাতীয় দলের দায়িত্বে ছিলেন প্রাক্তন টটেনহ্যাম কোচ। তবে এক কোটি ইউরোর বেশি অঙ্কের ট্রান্সফার ফি দিয়ে আর্জেন্টাইন কোচকে ছাড়িয়ে আনল ম্যান ইউ। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের ক্লাবের তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, আগামী বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে ইউনাইটেডের দায়িত্ব নেবেন ৫৪ বছরের পোচেত্তিনো। নতুন কোচের নিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে আমেরিকার ফুটবল ফেডারেশনও।

অপ্রতিরোধ্য স্পেন, দুরন্ত হ্যারির নজির

প্রাগ, ১৩ নভেম্বর : থামার কোনও লক্ষণ নেই স্পেনের। বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা উয়েফা নেশনস লিগেও তাদের ছন্দ ধরে রেখে ছুটছে। প্রাগ শহরের অদূরে ইপেত এরিনায় লেটনা হিল পার্কে ১০ জনের চেক প্রজাতন্ত্রকে ২-০ গোলে হারিয়েছে লুইস দে লা ফুয়েন্তের দল। দুই গোলদাতা অ্যালেক্স বায়েনা ও মার্ক পুবিল। চলতি নেশনস লিগে লা রোজার এটি টানা পঞ্চম জয়। ১৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে তারা। বিশ্বকাপ থেকে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে স্পেনের এটি টানা ১২তম জয়। সেইসঙ্গে টানা ৪৩ ম্যাচে অপরাজিত স্পেন কোয়ার্টার ফাইনালেও উঠে গিয়েছে। শেষ আটে ইংল্যান্ডও।



জোড়া রেকর্ডে ইংল্যান্ডকে জেতালেন হ্যারি।

এদিন ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের জয়ের নায়ক হ্যারি কেন। পিটার শিল্টনকে (১২৫) টপকে দেশের হয়ে সবাধিক ম্যাচ (১২৬) খেলার নজির গড়ার পাশাপাশি জয়সূচক গোলও করলেন হ্যারি। জাতীয় দলের হয়ে নিজের গোলসংখ্যাও বাড়িয়ে নিলেন ৯২-এ। ম্যাচের ২৪ মিনিটে মর্গ্যান রজার্সের গোলে এগিয়ে যায় ইংল্যান্ড। ৫৯ মিনিটে পেতার সুচিচের গোলে সমতা ফেরায় ক্রোয়েশিয়া। কিন্তু পাঁচ মিনিট পরেই পেনাল্টি থেকে গোল করে ইংল্যান্ডকে জয় এনে দেন হ্যারি। নজির গড়া বন্ধুকে বিশেষ উপহার দেন লুকা মদ্রিচ। হ্যারিও উপহার দেন তাঁর প্রাক্তন সতীর্থকে।

রোনাল্ডোহীন পর্তুগালের আজ প্রথম পরীক্ষা

লিসবন, ১৩ নভেম্বর : ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোহীন পর্তুগালের নতুন পরীক্ষা শুরু হচ্ছে শনিবার। লিসবনে ঘরের মাঠে উয়েফা নেশনস লিগে ডেনমার্কের বিরুদ্ধে ফিরতি লড়াইয়ে নামছে জর্জে জেসুসের দল। ঘটনাচক্রে গ্রুপে ড্যানিশদের বিরুদ্ধে প্রথম পর্বের ম্যাচটাও রোনাল্ডোকে ছাড়াই খেলতে হয়েছিল পর্তুগালকে। কারণ, ঠিক আগের নরওয়ে ম্যাচেই কোচ জেসুসের সঙ্গে ঝামেলার জেরে ডেনমার্ক ম্যাচের আগেই জাতীয় শিবির ছেড়েছিলেন সিআর সেভেন। পর্তুগিজ মহাতারকাকে ছাড়াই ডেনমার্কের মাঠে ৪-২ গোলে জিতেছিল পর্তুগাল। তবে এবার রোনাল্ডোকে ছাড়াই পাকাপাকিভাবে নতুন যুগের সূচনা হচ্ছে পর্তুগাল জাতীয় দলের। ব্রুনো ফার্নান্ডেজ, জোয়াও কনসেলো, ভিতিনহা, ফেলিক্সদের কাঁধে দায়িত্ব মহাতারকার ছায়া থেকে বেরিয়ে পর্তুগালকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। বিতর্ক পিছনে ফেলে পরীক্ষা কোচ জেসুসেরও।

মাঠে ময়দানে
14 November, 2026 • Saturday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল



নতুন বলে হেনরিই এখন সেরা। বে ওভালে খেলার পর বললেন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার

হেনরির ৬, ভারত হারল ২৪৪ রানে

নিউজিল্যান্ড ৩৩৩ (৫০ ওভার)
ভারত ৮৯ (২৬.৪ ওভার)

মাউন্ট মাউনগানুই ১৩ নভেম্বর : বে ওভাল থেকে তাকালেই পাহাড়, সমুদ্র। মন ভাল হয়ে যায়। খারাপও আছে। যখন অগ্ন্যুৎপাত ঘটে। শুক্রবার পাহাড় শান্ত থাকল। ঘটনা ঘটল ম্যাট হেনরির বলে। আগুনে গতি, তীব্র ঝাঁজে উড়ে গেল ভারতের আস্ত ইনিংস।

একটা ইনিংস গুটিয়ে গেল ৮৯ রানে! সেটাও ২৬.৪ ওভারে। ভাবা যায়! তাও যদি চমকে যাওয়ার মতো ঘটনা না হয়, তা হলে চমক ২৪৪ রানে হারে। হেনরি আধ ডজন উইকেট নিলেন। উইলিয়াম ইয়ং সেঞ্চুরি করলেন। কিন্তু গৌতম গম্ভীরের দল একশোতেও যেতে পারেনি। শুভমন, রাহুলকে ছাড়াও মহাতারকাদের সমন্বয় এই দলে। তাতে কিছুই হল না। এমন কুৎসিত হারের পর শ্রেয়সদের জন্য সান্তনা এটুকুই, তাঁরা এখনও সিরিজে ২-১-এ এগিয়ে আছেন। রবিবার এখানেই একদিনের সিরিজের শেষ ম্যাচ।

ভারতের ইনিংস শুরু হয়েছিল অবিশ্বাস্যভাবে। স্কোরবোর্ডে তখন ০/৩। অর্থাৎ প্রথম তিন ব্যাটারকে বোর্ডে কোনও রান ওঠার আগেই হারিয়েছে ভারত। সেটাও ম্যাট হেনরির প্রথম ওভারে। নিউজিল্যান্ডের ৩৩৩ রান তাড়া করতে নেমে এই অবস্থা। শেষ কবে প্রথম ওভারের ভারতের তিন ব্যাটার আউট হয়েছেন সেটাই তখন খুঁজে দেখার বিষয় ছিল।

আরও যেটা চমকে দেওয়ার মতো, এই এক ওভারে হেনরি ফিরিয়েছেন রোহিত, বিরাট ও শ্রেয়সকে। দুই মহারথী বে ওভালের উইকেট বুঝে ওঠার আগেই আউট হয়ে গেলেন। ইনিংসের প্রথম বলে রোহিত আউট। তিনি বল ভিতরে আসবে ভেবেছিলেন। বল ছোট্ট আউট সুইং করল। তিনি ব্যাট সরাতে পারেননি। বল ব্যাটের কানা ছুঁয়ে সোজা গেল স্লিপে ফিন অ্যালেনের হাতে।

বিরাটের আউট কিছুটা তাঁর জন্য, কিছুটা উইকেটের দোষে। ইনিংসের পঞ্চম বল সেটা। বিরাট বল যতটা উঠবে ভেবেছিলেন, ততটা ওঠেনি। ব্যাট আর প্যাডের ফাঁক দিয়ে বল গলে গেল। বল হয়তো সামান্য নিচু হল, কিন্তু কোথায় ফুটওয়ার্ক? ইনিংসের প্রথম ওভারে আগে থেকে কেন পিছনে কমিটেড হবেন? বিশেষ করে যখন উইকেটে সিম করছে। বাঁ পা সামনে থাকলে হয়তো এটা হত না।

প্রথম ও পঞ্চম বলের পর ষষ্ঠ বলে শ্রেয়সের উইকেট গেল। বল ভিতরে এসে তাঁর পা খুঁজে নিল। অত্যন্ত খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন শেষ দুই ম্যাচের অধিনায়ক। অনেকদিন ধরে তাঁর ব্যাটে রান নেই। বিশ্বকাপের আগে শ্রেয়সের চাপ কিন্তু বাড়ছে। এরপর ছিল ঋতুরাজ গায়কোয়ারের (৫)পালা। দীর্ঘকায় জেমিসনকে সামলাতে পারেননি। একদিনের দলের কয়েকজন টেস্ট শিবিরে যাওয়ায় সুযোগ পেয়েছিলেন ঋতুরাজ। ব্যর্থ হলেন। স্কোর ৫.৩ ওভারে ৯/৪।

ছবিটা সেই থেকে আর বদলায়নি। কী করে বদলাবে। হেনরি ততক্ষণে রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছেন। এর আগে তাঁর সেরা বোলিং ছিল ৩০ রানে ৫ উইকেট। এখানে হল ৯.৪ ওভারে ২৭ রানে ৬ উইকেট। সতীর্থের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কিতে কাঁধে চোট পেয়েছিলেন। দিন কুড়ি বাইরে ছিলেন। ফিরে এসে বোঝালেন কেন তিনি নিউজিল্যান্ড দলের এক নম্বর সিমার। এটাও বোঝালেন টেস্ট সিরিজে ভারতের জন্য কী অপেক্ষা করে আছে।

হেনরির এই ছয় উইকেটের পিছনে রয়েছে তাঁর মাথা। এমন একটা জায়গায় বল রেখে গেলেন যেটা ঠিক গুড লেংথ নয়। যাকে শর্ট বল যাবে না, হাফ ভলিও নয়। ঠিক এই ফাঁদেই পড়েন ভারতীয় ব্যাটাররা। বিরাট এত ভাল বল জাজ করেন, তিনিও বোকা বনেছেন। রোহিত, শ্রেয়স, ঈশান কিশান (২৭) সবাই হেনরির শিকার। আসলে প্রথম ওভারে ভারতের টপ অর্ডারকে উড়িয়ে দেওয়ার পর আর কিছু করারই ছিল না।

তবু মাঝখানে ইশান, অক্ষর (২১), নমন (২১) কিছুটা চেষ্টা করেছেন। ৯ রানে চতুর্থ উইকেট পড়ে যাওয়ার পর ঈশান আর অক্ষর মিলে ৪৪ রান যোগ করেন। তবে এই প্রতিরোধ ছিল সাময়িক। এরপর নমন ছাড়া সবাই লাইন দিয়ে ড্রেসিংরুমে ফিরেছেন। নবি ৫, কুলদীপ ১, গুরনুর ২ ও অর্শদীপ ০ রান করেছেন। ফলে ২৬.৪ ওভারে ভারতের ইনিংস গুটিয়ে যায় ৮৯ রানে। কিউই বোলারদের মধ্যে হেনরি ছাড়া ভাল বল করেন নতুন মুখ ফিশার। তিনি ৩১ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন।

নিউজিল্যান্ডের জন্য এই ম্যাচ জেতা ছাড়াও উপায় ছিল না। না হলে সিরিজের ফয়সালা এদিনই হয় যেত। এই জয়ের ফলে সিরিজ ড্র করার আশা কিন্তু থেকে গেল। ইনিংসের শুরুতে সাইফার্ট (৫৮) আর ইয়ং (১২৫) মিলে যখন ৮৫ রান তুলে ফেলেন, বোঝা যাচ্ছিল তাঁরা বড় রানের দিকে যাচ্ছেন। ইয়ং ১০৮ বলে সেঞ্চুরির ইনিংস খেলেছেন। ১৪টি চার ও ৪টি ছক্কা। তিনি এমন মারা শুরু করেন যে সাইফার্ট ৪৮ বলের ইনিংসে কিছুটা গুটিয়ে থাকেন। এরপর অনভ্যস্ত মিডল অর্ডারে এসে অ্যালেন ৪৮ রান করে যান।

ভারতীয় বোলিং সম্পর্কে বেশি কিছু বলার নেই। ছয় বোলারই মার খেলেন। সবথেকে বেশি রান দেন কুলদীপ ৭৩। উইকেট নেই। দুটি করে উইকেট নিয়েছেন নবি, গুরনুর ও অক্ষর। একটি উইকেট নমন ও অর্শদীপের।



বে ওভালে হেনরির হাতে আক্রান্ত দুই মহাতারকা। উপরে রোহিতের আউটের মুহূর্ত। নিচে বিরাটের বোল্ড হওয়া।

ব্যাটিং নিয়ে উদ্বিগ্ন গম্ভীর



মাউন্ট মাউনগানুই, ১৩ নভেম্বর : ব্যাটিংয়ের এমন হরর শো-র পর যে কোনও কোচ চিন্তায় পড়বেন। গৌতম গম্ভীর তার ব্যতিক্রম নন। তিনি মেনে নিলেন খুবই চিন্তার বিষয়। এই কন্ডিশনে কাউন্টার চ্যালেঞ্জ জানাতে হবে ব্যাটারদের।

কোনও সন্দেহ নেই শুক্রবার বে ওভালে বল প্রচুর মুভ করেছে। দেদার সিম মুভমেন্ট হয়েছে। কিন্তু এটা নিয়ে বলতে গিয়ে ভারতীয় কোচ খুব বেশি টেকনিক্যাল কচকোচিতে যেতে চাননি। বরং বললেন, ব্যাটারদের রাস্তা খুঁজে নিতে হবে। মানছি ওরা খুব ভাল জায়গায় বল রেখেছে। খুব মুভমেন্ট হয়েছে। তাতে সমস্যা হয়েছে। কিন্তু ব্যাটারদের উইকেটে টিকে থাকার দরকার ছিল।

আগের ম্যাচে ভারত ১১১ রানে ৭ উইকেট হারিয়েছিল। গম্ভীরের মনে হচ্ছে ব্যাটিং বারবার ভেঙে পড়ছে। তাঁর কথায়, আগের ম্যাচেও আমরা ১১১ রানে ৭ উইকেট হারিয়েছি। সুতরাং ব্যাটিং চিন্তার বিষয় তো বটেই। এত সুন্দর পরিবেশে আমাদের মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকা উচিত ছিল যে বিনা উইকেটে ৩৫-৪০ রান তুলে ফেলব। আমাদের দলে অভিজ্ঞতা আছে। আশা করব শেষ ম্যাচে দল পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবে।

গম্ভীর অতঃপর যোগ করেন, হেনরি এমন বল করেনি যে খেলা যায় না। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আন প্লেয়েবল বল বলে কিছু হয় না। ও ভাল জায়গায় বল রেখেছে, কিন্তু আমাদের সেটা মোকাবিলা করা উচিত ছিল। বিশ্বকাপের আগে ৯০ রানে দল অল আউট হয় গেলে চিন্তা হবেই। আমাদের আগের ম্যাচেও এরকম হয়েছিল। তাই চিন্তা হওয়া স্বাভাবিক।

গম্ভীর মেনে নেন তাঁরা অনেক ক্যাচ ফেলেছেন। নবির বলে ইয়ংয়ের ক্যাচ নিতে পারলে হয়তো অন্য ছবি হত। তাঁর মতে, ক্যাচ ফেললে তার দাম দিতেই হবে। এদিকে, অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার হেনরির প্রশংসা করার পাশাপাশি জানিয়ে দেন, উইকেট নিউজিল্যান্ড ব্যাট করার সময় যা ছিল পরে আরও কঠিন হয়েছে। তাঁর কথায়, আমাদের ব্যাটাররা কেউ উইকেট ছুঁড়ে দেয়নি। ভাল বল ও উইকেটের জন্য ব্যাটাররা আউট হয়েছে।

